

শারদীয়া ২০২২

# AGOMONI

....A slice of Bengal in Tri-valley







"First Republic helped us buy our home and refinance our student loans. It's a partnership unlike any banking experience we've ever had."

SALLY STEELE, *Co-Director, City Hope*  
JUSTIN STEELE, *Director, Google.org*



**FIRST REPUBLIC BANK**  
It's a privilege to serve you®

(408) 733-8881 | [sunnyvale@firstrepublic.com](mailto:sunnyvale@firstrepublic.com) | New York Stock Exchange symbol: FRC  
MEMBER FDIC AND EQUAL HOUSING LENDER

## *From the President's Desk*

Dear Agomoni Family,

**Sharad Shubhechha** and **Abhinandan** to all of you!

After six years and five Durga Pujas, Agomoni has become an organization that is a neighbor's envy and a member's pride. Although we are one of the new Bengali organizations in the Bay area, we have come a long way from a concept to give back to our community and organize a 'Parar Durga Pujo' to where we are now, one of the biggest membership bases and one of the most popular Durga Pujas in the whole Bay Area. This was possible in such a short time because of the effort and support from all our members, committee leads, volunteers, sponsors, vendors, and the City of San Ramon who is the *Official Partner* of our Durga Puja 2022. This year's Durga Puja is a very special one to all of us after UNESCO has inscribed Durga Puja festival as the *Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Agomoni is celebrating Durga Puja 2022 from Sep 30 to Oct 2nd and in our true Agomoni way, **open to all and all are welcome**.

Philanthropy and helping during the need, has been our mission and vision from the beginning of our journey. Donations to Local Food Bank, reaching out through "Meals on Wheels" and support organizations like "Kids Against Hunger," are some of the local organizations we regularly work with. We also directly worked for our extended communities in India during major natural disasters like *Amphan* and second wave of Covid relief through Ramkrishna Mission, Bharat Sevasram Sangha, SEWA and Mukti. This year, we are extending our collaboration with Mukti for women empowerment, with child-education and International Justice Mission to eliminate human-trafficking.

Staying true to our guiding principle to work and give back to our communities, this year we have formed a new *Sports and Family-fun Activities team* who had their first action during our Barshopurti event earlier this year and what a fun event that was!! Since then, we've started our weekly Volleyball and Cricket games with great enthusiasm. Creating a healthy and family-friendly outdoor environment for grown-ups and younger folks to get regular workout while having fun is the mission of this group.

As we are approaching Durga Puja 2022, I pray to Ma Durga to enrich all our lives with joy, peace, and prosperity. The festival of Durga Puja marks the victory of good over evil. It is the celebration of Shakti and Bhakti and symbolizes our inner struggle to rise to higher levels of consciousness. This is a festival in which every household brims with worship and merriment. On this auspicious occasion, I would personally extend my appreciation to all our members and well-wishers who have contributed and guided us to our success. A special thanks to Abhijit Laha, who initiated the idea of Agomoni and our first president. I would also extend my heartfelt gratitude to all our current and previous Board members, Committee Leads and Committee Members, Cultural Program participants and previous Presidents for their tireless contribution to make our organization and us, who we are today.

Yours truly,  
**Partha Mitra**

**Chief Editor: Lopa Dutta**

**Editors and Proofreaders: Sohini Chaudhuri, Arundhati Banerjee, Sauravi Mazumder, Debarati Talapatra and Tania Bhattacharya**

**Cover Illustration: Pronobesh Das**



## NOW PURCHASE YOUR JEWELRY FROM ANYWHERE IN USA ON FACETIME/VIDEO CALL

We ship our jewelry through insured shipment across USA

### WIDE VARIETY IN

- + CERTIFIED DIAMOND JEWELRY
- + UNCUT DIAMOND JEWELRY
- + EXQUISITE GOLD JEWELRY:
  - TEMPLE
  - CALCUTTI
  - RUBY, EMERALD
  - KUNDAN
  - ANTIQUE
  - MAHARASHTRIAN
- + SILVER ARTICLES AND JEWELRY
- + GIFT ARTICLES
- + GIFT CARDS
- + GOLD AND SILVER COINS/BARS

To schedule FaceTime/Video call  
Contact us:  408-245-6764

PNG Jewelers  
791 E. El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087



## Table of Contents

তিলোত্তমা .....	6
Imagination .....	8
A Tree, I want to be! .....	9
My City Dublin – 40 years of Community .....	11
চেউ .....	13
পাহাড়ের কাছে.....	13
পলাশের বনে .....	18
Something Strange in the Sky .....	23
বাবা, তোমার জন্মদিনে .....	24
প্রাণে থাকুক রবিঠাকুর.....	24
Conversation with Wendy .....	28
দীঘায় দুবার .....	31
Of distorted visions and muted voices .....	33
A Memorable Trip to a Winter Wonderland .....	37
অ্যালার্ম ক্লক .....	41
ফোনকল.....	43
A lie started it.....	45
Morning.....	46
মি: মিটার.....	47



# তিলোত্তমা

-অর্ঘ্য কুসুম দাস

অস্তাচলে যাওয়া সূর্যটার মধ্যে কেমন একটা মন খারাপ করা সুখ আছে। সূর্যটাকে এই সময় বড় অসহায় মনে হয়। তার রথের চাকা যেন বসে যাচ্ছে দূরে দিকচক্রবালে, যেখানে কেউ পৌঁছতে পারেনা তাকে সাহায্য করার জন্য। ঠিক যেন মহাভারতের কর্ণের মতো, যার গল্প শুনে বিভূতিভূষণের অপু ভেসে যেত চোখের জলে, আর 'অন্যের দুঃখে চোখের জল ফেলার আনন্দে'। দুঃখবিলাসী বাঙালি দৈনন্দিনের এক চিরস্থায়ী আনন্দের উৎস, মন খারাপ করা সুখ। মনে হয় বিভূতিভূষণও এই ক্রান্তীয় সূর্যের অস্তে ঢলে পড়ার মুহূর্তেই এই দুঃখবিলাসের সন্ধান পেয়েছিলেন যা কিনা পথের পাঁচালির অপূর থেকে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে হাজার হাজার বাঙালির মনে। উত্তর কলকাতা সীমান্তে সদ্য গড়ে ওঠা এক পাঁচতারার পশ্চিমকোনের কাঁচের জানলা দিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে এসবই ভাবছিলো অনুষ্টিপ। আর মনে মনে হাজার ক্রেশ পথ পেরিয়ে, দূরে কোথাও একাত্ম হয়ে গেছে নিশ্চিন্দিপূরের অপূর সঙ্গে। মজে গেছে স্মৃতিবিধুরতায়। তার ছোটবেলার খেলার মাঠ, জিকোদের পুরোনো আমলের বিরাট জমিদার বাড়ির ছাদে ফুটবল, বুল্টিদের বাড়ির গোলকধাঁধায় লুকোচুরি, বর্ষায় ভিজে একসা গলির মধ্যে ক্রিকেট আর জমা জলের গর্তে হারিয়ে যাওয়া বহুবছর আগের পিট্টি-খেলার গুটি। আজ বিকেলের মিঠে রোদে সেই জল শুকিয়ে গিয়ে আবার তাদের নতুন করে দেখতে পাচ্ছে অনুষ্টিপ। আর বুকের ভেতর থেকে তানী, লালটু, কুটি যেন থেকে থেকেই টেঁচিয়ে উঠছে 'পিট্টি আপ'। অনুষ্টিপ জানেও না যে এরা কোথায় আছে। শুধু বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলার সেই মুখগুলো। অন্য কোনো দিন হলে হয়তো মনটা খারাপই হয়ে যেত অনুষ্টিপের। ঠিক যেমনটা হয়েছিল আট বছর আগে দেশ ছাড়ার সময়। সেটাও ছিল শরৎকাল। পুজোর কিছুদিন আগে। উড়োজাহাজের জানলা দিয়ে সেদিনও সূর্যটাকে দেখতে আজকের মতো একই রকম অসহায় লেগেছিলো অনুষ্টিপের। কেউ না জানলেও অনুষ্টিপ সেদিন কেঁদেছিলো অনেক ধরে; উড়োজাহাজের ছোট জানলার ধারে বসেই। কিন্তু আজ সমস্ত বিষণ্ণতাকে ছাপিয়ে নিজের মনেই একবার হেসে উঠলো অনুষ্টিপ। এই হাসির কারণ যে, সে তখন দিনের কাজের পাট চুকিয়ে শহরের যানজট ঠেলে আসছে অনুষ্টিপের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

তিলোত্তমা; অনুষ্টিপের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী। ছোটবেলার ডাকনাম অবশ্য একটা ছিল, তুলি। কিন্তু অনুষ্টিপ কোনোদিন তাকে ওই নামে ডাকেনি। তার মতে 'তুলি' জিনিসটা একটা মানবেতর বা সাবহিউম্যান ব্যাপার। ওটা শুধুমাত্র রঙের বাক্সে ভালো লাগে। তবে তিলোত্তমা সঝাইকে বলতো এই ভালো না লাগার কারণ হলো সাহিত্যিক-অভিকাঙ্ক্ষী অনুষ্টিপের ভয়াবহ অঙ্কন-দক্ষতা। আর সাহিত্যিক মশাই নিজের সেই দুর্বলতা ঢাকার জন্য বলতো তিলোত্তমাই যখন আছে তখন তুলির কি দরকার। আর মাঝে মাঝে তিলোত্তমার এই বন্ধু-সুলভ ব্যঙ্গ-তামাশায় যখন অনুষ্টিপ রেগে যেত, তিলোত্তমা সেই রাগ ভাঙতে গৌঁসা করে বলতো 'তুই তো কথা দিয়ে ছবি আঁকতে চাস। তাহলে তুলির কথায় এতো রেগে যাস কেন?' অনুষ্টিপ এখনও জানেনা এই রাগ বা গৌঁসার মধ্যে কতটুকু সত্যিকারের

রাগ, কতটুকু বন্ধুত্ব আর কতটুকু ভালোবাসার চাহিদা, তবে কিছু অনুভূতি আর অভিব্যক্তির কোনো স্পষ্ট কৈফিয়তের খোঁজ না করাই ভালো। বন্ধুরা হেসে বলত 'নেকামি', কিন্তু এইসব ছোট ছোট অল্প মধুর ঘটনাস্রোতেই বাঁধা ছিল অনুষ্টিপ আর তিলোত্তমার সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন। শ্যামবাজারের চারদেয়ালের ফাঁকে এক চিলতে আকাশ, সাধের বেড়া উপকে যাওয়া সাধ, আর, দিনের শেষে দূরভাষে রাত-জাগানিয়া গল্প কথা। অনুষ্টিপের কল্পনার হিংসুটে দৈত্যের বাগানের সবচাইতে বড়, সবথেকে সুন্দর গোলাপটা অনুষ্টিপ অনেক আগে থেকেই তুলে রেখেছিলো শুধুমাত্র তিলোত্তমার জন্যই।

প্রিন্সিপঘাটের নৌকায় সূর্যাস্তের লাল রঙে সেই ফুলটা রেঙে উঠেছিল সেদিন। অনুষ্টিপ নিজের কর্মস্থলে ইস্তফা দিয়ে



Tanishka Roy 12yrs

কলকাতা ফিরেছিল দুদিন আগে। পরের দিনই সে পাড়ি জমাবে যুক্তরাষ্ট্রে পি.এইচ.ডি. শিক্ষা শুরু করতে। সেই যাত্রার আগে অনুষ্টিপ একবার দেখা করতে চেয়েছিলো তিলোত্তমার সঙ্গে। সারাদিনের কাজের শেষে তিলোত্তমা এসেছিলো প্রিন্সিপঘাটে দেখা করতে। নৌকায় করে দুজনে ঘুরেছিল অনেকক্ষন।

অদ্ভুত লেগেছিলো সেদিন তিলোত্তমাকে। তিলোত্তমার মুখে তখন সারাদিনের ক্লান্তি। বা হয়তো, ঘরে ফেরার শান্তি। সারাদিনের ব্যস্ততার শেষে তার পিঙ্গল চোখ হয়ে উঠেছিল কালো, ঠিক যেমন এই শহরে নামে সন্ধ্যোতার গুণগুণ করা গানে সেদিন আভোগী নাকি অহির-ভৈরবী, তা অনুষ্টিপ বুঝতে পারেনি। তবুও, সন্ধ্যার মৃদু বায়ে আর খোলা নৌকোর চারিপাশে তটিনীর হিল্লোলে সে গান যেন অনুষ্টিপের হিংসুটে দৈত্যের বাগানে কবিগুরুর নিজের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া কুহতান। অনুষ্টিপ তিলোত্তমার হাতে সূর্যাস্তের রঙে রাঙানো তার সাধের গোলাপখানা সঁপে দিয়েছিলো সেই বিকেলেই। কিন্তু গোলাপ কখনো কাঁটা ছাড়া আসেনা। সেই কাঁটার ক্ষত ক্ষেত্র বিশেষে এতটাই গভীর হয় যে তার রেশ থেকে যায় বহু দিন; হয়তো সারা জীবন। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে যাওয়ার পরে নিঃসঙ্গতার অবসাদ আর নৈরাশ্যে সেই কাঁটাগুলোই হয়ে উঠেছিল তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। আর সেই গোলাপফুলকে আগলে রাখতে গিয়ে তিলোত্তমাই হয়ে পড়ছিলো ক্ষতবিক্ষত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণাগত কাজের চাপ থেকে শুরু করে পরীক্ষা সংক্রান্ত মানসিক চাপে জেরবার হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রে পি.এইচ.ডি. করতে আসা অভিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় প্রত্যেকেই। যেকোনো কারণে ছাত্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফেরার ভয় থাকে। আর অনুষ্টিপ যেখান থেকে এসেছে, সেরকম মধ্যবিত্ত সমাজে কর্মক্ষেত্রের এই ব্যর্থতার ভয় আরো বেশি। অনুষ্টিপ জানে, এই ব্যর্থতার জবাবদিহি করতে

হবে আত্মীয়-স্বজন, থেকে শুরু করে চেনাশোনা প্রত্যেকের কাছেই। হয়তো কিছুদিনের জন্য তার মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠবে সবার কাছেই। আর তছাড়া মা-ই বা কি করে মুখ দেখাবে মিন্টি মাসির কাছে? মিন্টি মাসি নিশ্চই তার মেয়ে তুলনার সফল পি.এইচ.ডি গবেষণার উপমা টেনে তার মা কে অপমান করতে ছাড়বেনা। এই রকম কিছু নিরর্থক সামাজিকতা আর লৌকিকতার ভয়, আর নিজের ব্যর্থতার ভয়; এই দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে পি.এইচ.ডি অধীক্ষক সহ সমস্ত অধ্যাপকদের আকাশছোঁয়া দাবি মুখ বুজে মেনে নিতে হয় প্রায় সবসময়ই। এই মুখ বুজে মেনে নেওয়ার সমস্ত কষ্ট আর ব্যাথা গুলো সবসময় রাস্তা খুঁজতে থাকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। দেশে থাকার সময় এই কষ্ট গুলো বেরিয়ে যেত রাতে খাবার টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসে কর্মক্ষেত্রের সমালোচনা আর কর্মস্থলের উচ্চতনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কিছু কুরুচিকর মন্তব্যের মাধ্যমে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিঃসঙ্গ জীবনে জ্ঞাতিবর্গ বা বন্ধুবান্ধব সম্বলিত খাবার টেবিল হল সোনার পাথরবাটি। কাজেই, সবটুকু কষ্ট, সবটুকু ব্যাথা অনুষ্ঠপ উগরে দিতে থাকে মদের পেয়লা আর ফোনের ওপারে থাকা তিলোত্তমার ওপর। সেই তীব্র ব্যাথা থেকে মুক্তি পেতেই হোক অথবা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়া নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচার জন্যই হোক তিলোত্তমা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে শুরু করে অনুষ্ঠপের কাছ থেকে। একসময় সেই দূরত্ব এতটাই বেড়ে যায় যে অনুষ্ঠপ তার সেরা ফুলটা নিয়ে আর পৌঁছতেই পারেনা তিলোত্তমার কাছে। পি.এইচ.ডি. শুরুর এক বছরের মধ্যেই সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সব যোগাযোগ বলতে তখন শুধু হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে আসা আবছা কণ্ঠস্বরটুকুই। সুরঞ্জন তাই সান্তনা দিয়ে বলেছিল 'লও-ডিস্টেন্সে এরকম খুবই সাধারণ'। কিন্তু অনুষ্ঠপ জানে, এই দীর্ঘায়িত দূরত্বের জন্য দায়ী সে নিজেই। তার জন্য থেকে থেকেই নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার। মাঝে-মাঝে সেই অপরাধবোধ কিছুটা হয়তো বেরিয়ে যায় চোখের জলে। কিন্তু নদী হয়ে সে চোখের জল কোনোদিনই তিলোত্তমার কাছে পৌঁছায়না। অভিমানী তিলোত্তমার অভিমানের পাহাড় ভেদ করার ক্ষমতা তার কোথায়? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মতো নদীর বদলে সেই পাহাড়টা কেনা হয়ে ওঠেনা আর। কোনো এক হিমবাহের জমাট বাঁধা বরফে বন্দি হয়েই থেকে যায় অনুষ্ঠপের চোখের জল। অথবা হয়তো কোনো গভীর গিরিখাতে তা শুকিয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু কলকাতার বিকেলবেলার মিঠে রোদ্রের অদ্ভুত এক আবেদন আছে। মনের কোণে জমে থাকা হিমবাহ গলিয়ে শুষ্ক গিরিখাতে জলের ধারা বয়ে নিয়ে আসার ক্ষমতা তার আছে। তাইতো, প্রিন্সিপঘাটের নৌকো থেকে দেখা সেই রোদ্রের কথা আজ এত বছর পরেও ভুলতে পারেনি অনুষ্ঠপ বা তিলোত্তমার কেউই। তাই তো আজ আট বছর পরে আবার তিলোত্তমা আসছে অনুষ্ঠপের সঙ্গে দেখা করতে। তিলোত্তমা এসে পৌঁছলো তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। দরজায় শব্দ শুনাই তাড়াতাড়ি উঠে যায় অনুষ্ঠপ। দরজা খুলতেই তিলোত্তমার হাসিভরা মুখটা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে অনুষ্ঠপ। অপার স্নেহে, ভালোবাসায়, আর আট বছর আগের হাজারটা স্মৃতির তাড়নায় দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দুজনেরই চোখ ছলছল করে ওঠে।

কিন্তু তা দেখতে পায়না দুজনের কেউই। তিলোত্তমার স্পর্শে এখনো সেই একই রকম শিহরণ অনুভব করে অনুষ্ঠপ। আচ্ছা, তিলোত্তমাও কি সেই আগের মতোই আছে? নাকি অনেকটা বদলে গেছে? অনুষ্ঠপ নাহয় এতো বছর পরে নতুন করে নিজের ছোটবেলার শহরে পৌঁছে আবার ফিরে গেছে বহু বছর আগে হারিয়ে যাওয়া তার অপরিণত ছেলেবেলায়। কিন্তু তিলোত্তমা? এই শহরের বুকে সে হয়তো আজ অনেকটা পরিণত। তিলোত্তমা কি এখনো আগের মতো গোসা করে? নাকি এই ছেলেমানুষি অনুভূতিগুলো পরিণতির সাথে সাথে নষ্ট হয়ে গেছে? সে যাই হোক, অনুষ্ঠপ আজ এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়না। এতো বছর পরে আজ আবার একটা পঞ্চমীর দিনে তিলোত্তমা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে; তার চোখে চোখ মিলিয়ে। এটাই সত্যি। দীর্ঘ আট বছরের অভিমান, চোখের জল, সবকিছুকে দূরে সরিয়ে রেখে দুজনেই মেতে ওঠে ছোটবেলার স্মৃতিরোমস্থনে। সারা সন্ধ্যা আজ তারা ঘুরে বেড়াবে কলকাতার অলিতে গলিতে। আট বছর আগে থেকে জমে থাকা, দুজনের একসঙ্গে দেখা সবকটা অসমাপ্ত স্বপ্নের হিসেবে মিলিয়ে নেয় দুজনেই। আট বছর আগের মিতব্যয়ী মনোভাবের কারণে পড়ে থাকা দামি নৈশভোজের তারিখ, মা-বাবার চোখে দৃষ্টিকটু হওয়ার অজুহাতে বাদ পড়ে যাওয়া রাত্রিকালীন পানশালা, ভাড়া করা দামী গাড়িতে চেপে শহরে পুজো মণ্ডপে সান্ধ্য-ভ্রমণ, এমন ছোট্ট ছোট্ট অতি সাধারণ স্বপ্নে ভেসে যায় দুজনেই। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় অনুষ্ঠপ বা তিলোত্তমার কেউই হয়তো এই স্বপ্নগুলো থেকে বঞ্চিত নেই ইতিমধ্যেই। কিন্তু সব স্বপ্নকে ছাপিয়ে যায় প্রিয় মানুষটার সঙ্গে কিছুক্ষন কাছাকাছি থাকা স্বপ্ন। অনুষ্ঠপের একাকিত্ব ভরা জীবনে এই স্বপ্ন সে দেখে প্রতি রাতেই। আজ আট বছর পর সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। অনুষ্ঠপ আবার খুঁজে পেয়েছে তিলোত্তমাকে। অনুষ্ঠপ তাই বিহ্বল হয়ে থাকে সেই স্বপ্নের প্রতিটা মুহূর্তে। বিভোর হয়ে থাকে তিলোত্তমার সান্নিধ্যে। অনুষ্ঠপ কিছুতেই চায়না এই স্বপ্নের শেষ হোক। হয়তো তিলোত্তমাও চায়না। কিন্তু কিছু স্বপ্ন থাকে যারা এক হয়েও বাস্তবের কাঠামোয় কোনোদিন একে অপরের সাথে মিলে উঠতে পারেনা। সাহিত্যিক অনুষ্ঠপ মেনে নিতে না পারলেও, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনুষ্ঠপ মেনে নিয়েছে রুচিশীল মধ্যবিত্তের স্বপ্ন আর বাস্তবের কাঠামোগত আপেক্ষিকতাবাদের সেই সত্যতা। পরকীয়া বা নিষিদ্ধ সম্পর্কের স্বীকৃতি দেয়না এই শহর। মধ্যবিত্তের সুখী গৃহকোণেই এই শহরের সম্পূর্ণতা। পারিবারিক সুখ, ভালোবাসা, স্বচ্ছলতাতেই এই শহরের স্বাচ্ছন্দ্য। হ্যাঁ, তিলোত্তমা বিয়ে করেছে কয়েকমাস আগেই। সে বিয়ের খবর অনুষ্ঠপ পেয়েছিল কোনো এক সামাজিক তথ্যস্থলেই। কিন্তু তবুও তারা একবার দেখা করতে চেয়েছিলো। হয়তো বা শেষ বারের মতোই। আট বছর আগের প্রিন্সিপঘাট থেকে শুরু করে এক পৃথিবী জোড়া অভিমানের পাহাড় আর চোখের জলে তৈরী হওয়া নদীটার হিসাবটুকু মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলো দুজনেই। অনুষ্ঠপের সাধের 'হিংসুটে দৈত্যের' সেই ছোট্ট বাগানটুকু হলে এই ছোট্ট সাক্ষাৎকারের ছবিতে অনুষ্ঠপ হয়তো রঙ ভরাত নিজের হাতেই। কিন্তু কলকাতার সূর্যাস্তের রঙে অনুষ্ঠপের মতো অদক্ষ শিল্পীর তুলির রঙ ম্লান হয়ে যায়। অনুষ্ঠপ হয়তো এই দীর্ঘ আট বছরের জীবনে ঘুরে ফেলেছে 'এক পৃথিবী', কিন্তু তিলোত্তমা



সেদিনও ছিল এই শহরের, আর আজও সে এই শহরের। সেদিনের প্রিন্সিপঘাটের মতোই, তার চোখে এখনো সেই একই রকম ঘরে ফেরার শান্তি দেখতে পায় অনুষ্ঠুপ, যেখানে হয়তো তিলোত্তমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে তার প্রাণের মানুষটা। কাজেই, অনুষ্ঠুপের 'হিংসুটে দৈত্যের' বাগানে সদ্য নতুন করে ফুটে ওঠা সবচাইতে সুন্দর গোলাপটা বোধহয় তিলোত্তমাকে দেওয়া হয়ে উঠবেনা কোনোদিনই প্রচলিত নতজানু ভঙ্গিমায়ে; তবুও সেটা চিরকাল থেকে যাবে শুধু তারই জন্য। এ শহর, বা এই সমাজ মেনে নেয়না তেমন কোনো সম্পর্কে তারা কখনোই যাবেনা; কিন্তু কিছু সম্পর্ক থাকে যাদের চিরাচরিত সমাজের সাংসারিক পরিকাঠামোয় ধরা যায়না। এই শহর বা এই সমাজ মেনে না নিলেও এই সম্পর্করা থেকে যায়

চিরন্তন। বিকেলের অস্তাচলে যাওয়া সূর্যের বিষন্নতা যতদিন আছে, বাঙালির দুঃখবিলাসের মাঝে দিবান্বপ্নের মতো চোখের সামনে চলে আসে তারা। কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়। ঝাপসা হয়ে যায় বাস্তব। হেঁটে চলা এই কলকাতার অলিতে গলিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে অনুষ্ঠুপের তিলোত্তমা। কফিহাউসের কড়া কফির গন্ধে, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে, ব্রিগেডের আন্দোলনে, ধর্মতলার যানজটে, নন্দনের চলচ্চিত্রে, পার্কস্ট্রিটের পরকীয়ায়, প্রিন্সিপঘাটের নৌকায়, সাউথসিটির দামি নৈশভোজে, বিশ্ববাংলার নগরে উদ্যানে, আজ একাত্ম হয়ে গেছে তিলোত্তমা। আর অনুষ্ঠুপ;.... সে তখন সায়ন-দিগন্তের দুঃখবিলাসী রোদ্দুর হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে তিলোত্তমার সারা শরীরে, আর, হয়তো-বা পাতা ভরাচ্ছে তারই গল্পে।

### Photographs by Bitan Biswas



*Tuolumne Meadows, Yosemite National Park*



*Cathedral Lake, Yosemite National Park*



## Imagination

*-Shrutirupa Saha-15yrs*

A parallel world  
Where our minds can wander off to.  
An escape from reality  
To a sanctuary cheerful and true.  
A world we can design  
Without brains as our tools  
Where what's real and what's not  
Depends on our own rules.  
To shun all darkness  
And to see a brighter light.  
With our heads in the clouds  
New insights on life  
With witches and warlocks  
With goblins and ghosts  
Our minds soar through the clouds.  
Seeking the adventures, we want most  
Setting our weary souls free  
Free from the same routine  
And endless anxiety  
All achieved by a simple dream.



*Ahona Das-17 yrs*

## A Tree, I want to be!

*-Kalpana Neela Krishna Pandav*

A Tree, I want to be!  
I long to unlock the confines of the earth,  
And shoot straight to the sky so clear and blue.  
I long to set out on this journey,  
Simple and upward to reach heights that are new.  
I long to branch my many, strong able limbs,  
And, to spread unwavered without a rue.  
A Tree, I want to be!

A Tree, I want to be!  
I long to don the thick lush leafy green gown,  
Adorned with motif(s) of bright red delicate  
bloom(s).  
I long to dance in the strong textured boot that is  
brown,  
And, to fashion my stranglers in a long plume.  
A Tree, I want to be!

A Tree, I want to be!  
I long to brave the scorching raging sun,  
I long to cool in the soothing chilling moon,  
I long to sway with the naughty blustering wind,  
And, to renew in the pouring cleansing rain,  
A Tree, I want to be!

A Tree, I want to be!  
I long to provide my healing shade to the traveler  
so tired,  
I long to pour the juice of my fruits on the lips so  
parched,  
I long to offer my flowers to the devotee so  
devoted,  
And, to delight in my arms, the baby that cried.  
A Tree, I want to be!



## MANTRA INDIA

*Indian fine dining in Mountain View*

*Creative Indian Food  
with Subtle Flavors*

650.960.1000

288 Castro St | Mountain View

mantraindiausa.com



# CHAATA BHAVAN®

**Best Name for Indian Vegetarian Food**

DINE IN • TAKE OUT • CATERING • DELIVERY



## CATERING

From office meetings and receptions  
to birthday and holiday celebrations

**FULL SERVICE CATERING  
FOR YOUR SPECIAL EVENT**

5355 MOWRY AVENUE • FREMONT

**510.795.1100**

976 E. EL CAMINO REAL • SUNNYVALE

**408.795.1100**

4112 GRAFTON ST • DUBLIN

**925.829.1700**

**WWW.CHAATBHAVAN.COM**







### Services:

1. Academic & College Counseling
2. Career & Activity Exploration
3. Writing Development for College Applications
4. Parent Guidance & Resources



### Comprehensive

Developing connections between academic counseling, career exploration, extracurriculars, internships, and much more.

### Personalized

80+ experts and former admissions officers to guide students to their best future.

### Successful

98% of UCEazy students are admitted to the top 10% of colleges in the U.S.

### Connected

Our national network elevates students and their families where they are & where they want to go.



*The UCEazy Academy transforms young minds, grades 8-12, into successful college students that ultimately thrive in their careers.*

1.833.982.3299 | [info@uceazy.com](mailto:info@uceazy.com) | [www.uceazy.com](http://www.uceazy.com)



## ঢেউ

-রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

সৈকতে বসে আছি একা,  
ঢেউ গুলো করে কানাকানি।  
চুপিসারে কি যে কথাবলে,  
একা দেখে দেয় হাতছানি।  
হাতছানি শুনতে কি চাই?  
চাই কি ভেসে যেতে দূরে?  
এই মানব সমুদ্র ঘর ছেড়ে,  
আছে অজানা কিছু পিছুটান।  
চাইকি যেতে বাঁধন ছিড়ে?  
জীবন শুধু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভরা।  
এই নিয়েই জীবন ঘর করা,  
তবু যেন ঢেউ গুলো ডাকে।  
ভেসে যেতে চাই বাঁকে বাঁকে,  
নিশিরাতে কুপি গুলো জ্বলে।  
অন্ধকারে কি যে কথা বলে?  
তবু মন করে ভেসে যেতে।  
দোলায় দোলায় ঢেউ ক্ষেতে  
ঢেউ গুলো বড় আনমনা।  
ফিরব কি সৈকতে  
আজ সে খবর অজানা ॥

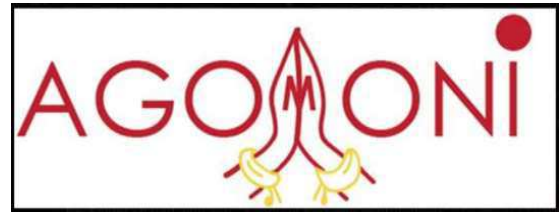
## পাহাড়ের কাছে

- প্রবীর দাশগুপ্ত

পাহাড় তুমি শুনছো?  
আজ আমি ভুল করেছি,  
আমারই প্রেমসীকে করেছি পরিহাস।  
যাকে এত ভালোবাসি, যাকেই শুধু চাই,  
করেছি পরিহাস তাকে?  
পাহাড়, তুমি শুনছো?  
ক্ষমা করো আমার এই ঘৃণ্য অপরাধ ॥  
নিশ্চুপ রইলো পাহাড়, ধ্যানস্থ,  
আকাশের দিকে চেয়ে।  
রইলাম আসামী হয়ে আমি,  
মাথা নত কিছুকাল ॥  
শান্ত, নিস্তন্ধ, নিরুত্তর পাহাড়।  
সামনে অসহায় আমি।  
মুক্ত বাতাসে, সকালের স্নিগ্ধ আলোয় ॥  
শুধাই আবার। পাহাড় তুমি শুনছো?  
আজ আমি করেছি ভুল,  
আমারই প্রেমসীকে করেছি পরিহাস।  
চোখে অশ্রু, দক্ষ আমি  
অসহায় অনুতাপে।  
"ফিরে যাও ঘরে - ক্ষমা চাও তারে,  
করেছো যার প্রতি অন্যায়" ॥  
লজ্জিত আমি, ঘরে ফিরি,  
ক্ষমার অযোগ্য, তবুও বলি,  
"ক্ষমা করো আমাকে এবারের মত।"  
একটু চুপ থেকে,  
চেয়ে আমার দিকে,  
বলে অল্প হেসে-  
"শুধু যেও ভালোবেসে" ॥



Riana Das-13 yrs



Congratulations

Happy Durga Pooja  
Sharodiya Shubhechha

**NEED FINANCING?**

Call Nirmalya Modak

+1-408-829-0041



2021-2022 AREA A-List Top Producer

Top 1% Mortgage Originator in  
AMERICA (Scotsman Guide 21-22)

Sales Manager | NMLS #633685  
Residential Home Mortgages (LOANS)

Nirmalya Modak is proud to support Agomoni, Bay Area, CA

Durga Pooja is a blessed time.

**Rejoice in the glories of Maa Durga**



*Photographs by Kinnar Sen*



*Bideshe ek tukro kaash-Pacifica, CA*



*Bijoya Kolkata*



*Mahisasur Mardini-Ellora Caves*



Admission

Planner



Because we believe  
every hardworking student  
has a college waiting for them

We assist in finding that perfect fit



For more information:

Visit [www.admissionplanner.com](http://www.admissionplanner.com)  
or call Millie Roy at (925) 915 7770





# Team "AGOMONI "

# Thank you

FROM MUKTI TEAM

We truly appreciate your support to empowering the underprivileged women of West Bengal through our Mukti Community Development Fund and Kishalaya School Project and also helping the underprivileged student to get the proper elementary education at their village level.

**Soumitra Bose**  
OPERATIONS DIRECTOR, MUKTI

**11.08.2022**  
DATE OF ISSUE



Dear **Agomoni**,

Thank you for partnering with IJM. Your gift is defending children and families in need – no matter how long justice takes. Your faithful support is making an impact throughout the world.

Your recurring gift has been received. [View your receipts on Your Portal.](#)

Your contributions truly make a difference in the lives of children, women and men around the world, providing rescue and renewed hope for their lives. **Thank you!**

We would love to answer any questions you have. You can contact us at [giving@ijm.org](mailto:giving@ijm.org) or 703-465-5495.

On behalf of those we serve – thank you.

Gratefully,

**Arielle Bateman**

**Director, Freedom Partner Program**

## পলাশের বনে

-শান্তা চক্রবর্তী

গত দু-বছর বেড়াতে যাওয়া হয়নি করোনার ভয়ে। বাড়িতে বসে থেকে থেকে জীবন হয়ে উঠেছে একঘেয়ে - যেন সেই কোলাব্যাংগের একটানা ডাকের মতো। তাই ঠিক হলো দূরে নাই বা গেলাম, পশ্চিমবাংলাতেই তো কত জায়গা রয়েছে বেড়ানোর - তাই এবার চলেছি পুরুলিয়ায়। দোলার আগে তখনো গ্রীষ্মের দাবদাহ খুব একটা বাড়েনি, কাজেই আশা করছি খুব একটা কষ্ট হবে না। পুরুলিয়া জেলার প্রধান আকর্ষণ হলো অযোধ্যা পাহাড় আর দুপাশে লাল পলাশের আগুন। রাস্তার দু-ধারে পলাশ বন দেখে চোখ ফেরানো যায় না। এতো পলাশ আমি আগে শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। তবে একটু যে তফাৎ চোখে পড়লো, তা হলো শান্তিনিকেতনে দেখেছি হলুদ আর লাল দু-রকম ফুল। পুরুলিয়ায় চোখে পড়লো শুধুই লাল পলাশ। আসানসোল পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে আমাদের নিতে স্টেশনে দু-খানা গাড়ি এলো পুরুলিয়ার "বড়ন্তি" (Baranti Lake) -এর ধারে আমাদের থাকার জন্য booked রিসোর্টে নিয়ে যাবার জন্য। রিসোর্ট টি দেখতে যেমন সুন্দর আর তেমনি তার নাম - Spangle Wings Resort



সত্যি যেন প্রজাপতির ডানার মতো। সামনে সাজানো বাগান, কিছুটা জায়গায় আবার সবজির চাষও হচ্ছে। এছাড়া পাখি, হাঁস, মুরগি, খরগোশ সবই রয়েছে। প্রথমদিন (১৪ই মার্চ) দুপুরে খাওয়া সেরে ছাদে গিয়ে বড়ন্তি লেক দেখতে দেখতে বিকেলে সূর্যের আলো নরম হতেই লেকের জলে sunset দেখা হলো। সন্কেবেলা সকলে, অর্থাৎ আমরা আটজন, একসঙ্গে বসে চা, মুড়ি, পকৌড়া সহযোগে অনেক গল্প করে সময় কাটালাম। পরদিন, অর্থাৎ ১৫ই মার্চ সকালে গাড়ি এলো বেড়াতে যাবার জন্য। প্রথম গন্তব্য জয়চন্দী পাহাড়। ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়ে পাহাড়ে ওঠা যথেষ্ট পরিশ্রম সাধ্য। সবাই উঠতে সাহস করলো না - মাত্র চারজন উঠেছিল। পাহাড়ের মাথায় জয়চন্দী মন্দির। এই পাহাড় ই হলো সত্যজিৎ রায়ের "হীরক রাজার দেশে" সিনেমার "শুন্ডি" পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে আছে একটি মঞ্চ - নাম, সত্যজিৎ মঞ্চ। ওই সিনেমার শেষ দৃশ্যে ছিল "দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান"। সেই ছবিও এই মঞ্চই তোলা হয়েছিল। এর পরের গন্তব্য গড়পঞ্চকোট। একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির। মন্দির থেকে বেরিয়ে বনের পথ ধরে গাড়ি চললো। রাস্তার দুধারে অজস্র পলাশের বন। যেদিকে চোখ যায়

মনে হচ্ছে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। সেখান থেকে কল্যাণেশ্বরী মন্দির দর্শন করে, পূজো দিয়ে, পাশ্বেত dam দেখে যাওয়া হলো মাইথন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ডিভিসি র মাইথন dam এর জলাধারে নৌকো বিহার করে অসম্ভব ভালো লাগলো। দ্বিতীয়



দিনের ভ্রমণ শেষ হতেই সন্কে ঘনিয়ে এল। ফেরা হলো রিসোর্টে। আকাশে চাঁদের আলো আজ আরো ঝকঝকে। সামনেই ফাগুনের পূর্ণিমা। নীলদিগন্তে যেন ভেসে চলেছে শুরুরাতে চাঁদের তরণী। সেই পূর্ণচাঁদের মায়ায় সুন্দর রিসোর্টের ঘরে রাত কাটলো। পরদিন, অর্থাৎ তৃতীয় দিনের প্রধান গন্তব্য অযোধ্যা পাহাড়। এছাড়া ছিল নানা ঝর্ণা, মার্বেল লেক, পাখি পাহাড়, ইত্যাদি। আগে অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় প্রচলিত ছিল একটি বিশেষ শিকার পরব। এটি ছিল আদিবাসীদের শিকার উৎসব। কিন্তু বর্তমানে West Bengal Electricity Board এর একটি Hydel Power Project ও জলের পাম্পিং স্টেশন হওয়াতে স্বভাবতই পাহাড়ে লেগেছে কিছু আধুনিকতার ছোঁয়া। পথঘাটের উন্নতি হয়েছে, দোকানপাট বসেছে। কিছু লোকের বাসস্থানও হয়েছে। ফলে শিকার পরব এখন আর নেই। অযোধ্যা পাহাড় থেকে কিছুটা নেমে দেখা হলো পাখি হাড়। বিশিষ্ট চিত্রকর শ্রী চিত্ত দে ও তাঁর সহযোগীরা বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পাহাড়ের চূড়ায় খোদাই করেছেন নানা পাখির ছবি। সেই থেকে পাহাড়টির নাম পাখি পাহাড়। নিচ থেকে চূড়ার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। যদিও কাজ এখনো কিছু বাকি আছে। এরপর পাহাড়ের উপরিভাগে চলার পথে পেলাম Lower Dam আর Upper Dam। দেখলাম বামনী ফলস, তুর্গা ফলস আর ছোট একটা মার্বেল লেক। পাহাড়ের নিচে চড়িদা গ্রাম। এই গ্রাম পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরির জন্য বিখ্যাত। এবার ফেরার পালা। রিসোর্টে পৌঁছতে রাত ১০টা বাজলো। পরের দিন দুপুরে আসানসোল থেকে বাসে কলকাতা ফিরে এলাম। এবার দূরে কোথাও যাওয়া হলো না ঠিকই কিন্তু ঘরের কাছে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারলাম তার মূল্য অনেক। দেখি আবার কবে বাড়ির বাইরে পা ফেলতে পারি।





পলাশের বন



মাইথন dam এর জলাধারে নৌকো বিহার



মার্বেল লেক



Rajarshi Chattopadhyay



Ronobir Ghosh-10yrs

*Your Search for a Realtor ends today!*



If you are looking for a competent, knowledgeable and caring real estate professional who will guide you through the complexities of this fast-paced and competitive real estate market look no further. Jaspreet provides you with the relevant information on property values, seasonal trends and market pricing. While she can provide real estate services in the entire San Francisco Bay Area, Jaspreet has also helped her clients in Central Valley. If you are looking to buy or invest in unique and endearing neighborhoods each with their own personality, ambience, amenities and housing and investment opportunities then she is you need to contact.

When you are looking for a REALTOR® who delivers exceptional client care call Jaspreet. Her clients would agree she gave them solutions, not problems.



**JASPREET JOHAL**

Realtor

DRE # 01915873

First Time buyer specialist,

HomeBids Certified Agent

42820 ALBRAE STREET

FREMONT, CA 94538

m: 408.836.9649

[johalrealty@gmail.com](mailto:johalrealty@gmail.com)







*Mihika Saha-10yrs*



*Ronobir Ghosh-10yrs*



*Tanishka Roy-12 yrs*



*Rohini Banerjee-7 yrs*





CONCORD LOCATION  
4010 Nelson Avenue  
Concord, CA 94520  
P: 925-676-7543

FAIRFIELD LOCATION  
2370 North Watney Way  
Fairfield, CA 94533  
P: 707-421-9777



May 16, 2022

Agomoni  
411 Arlewood Ct.  
San Ramon, CA 94582

Dear Agomoni

You are a hunger-fighting "soup-er" hero! Your 130 pound donation to the Food Bank of Contra Costa and Solano on 5/9/2022 will help provide 108 meals in our community.

Food drives like yours help provide a greater variety of groceries than food that is purchased by the truckload. You are a critical resource helping to serve 1 in 6 people in Contra Costa and Solano counties.

In addition, food drives help raise awareness of hunger in our community and the needs faced by neighbors right where we live!

While the need is great, the community has risen to the challenge, including people like you who didn't wait for "someone else" to make it happen. It was up to YOU, and YOU did it!

It takes a village to feed a village.

Thank you for being part of the solution,

Neil Zarchin  
Food Drive Administrator  
Food Bank of Contra Costa and Solano  
[fooddrive@foodbankccs.org](mailto:fooddrive@foodbankccs.org)  
925.771.1315  
Fed Tax ID 94-2418054

PS: If you'd like to take your hunger fighting to the next level, please consider becoming a Food Bank volunteer or put together a group to sort food at our Concord or Fairfield warehouses. Learn more at [volunteer.foodbankccs.org](http://volunteer.foodbankccs.org).



## Something Strange in the Sky

*-Aryaman Majumder-11yrs*

It's a mysterious flashing object, circling around the sky, seeming to be something unknown that humanity can never possibly build. There have been many of these strange cases all around the world, and scientists today still ponder upon what these mysterious objects are. Scientists call these unidentified objects as UFOs, which is an immense topic in which lots of people try to make conclusions about, as there some can be explained, but others can't be explained. So, what are these objects? Why are they here? Well, to answer these questions let's dive back into the history of our development of space exploration and identify some things strangely like extraterrestrial technology and life.



Starting from the Cold War, when Germany had the most high-developed space technology, Adolf Hitler believed he could rule the world winning the war. So, the Nazis started developing space crafts that could perform tasks that were unimaginable for that time. One of these crafts was De Glocke. This was a top-secret device that could travel through time. Additionally, it was an anti-gravity metallic spacecraft containing immense amounts of electricity and a mirror inside to show the past and future. Die Glocke had to bend space time and

somehow form a wormhole, which would even need more electricity than how much every country on Earth would produce! This bell-shaped craft wasn't finished, but it mysteriously disappeared from its base, as well as its main creator. The De Glocke bell shape design was very similar to a UFO! Many believe that some of the UFO witnesses, such as the Roswell UFO crash, happened to be Die Glocke arriving from the past to the future. Unfortunately, Die Glocke remains a mystery... possibly waiting to be solved. Puma Punku is a historical and ancient building that might look like a barren and broken structure, but its perfection in architecture is even more precise than our ability today. Strangely, Puma Punku was built around the 500C, so how could the stones be even more perfect than a laser cutter today and how could the tribal people even lift those heavy stones in the first place? Mysteriously, the stones were found to be magnetic, but magnets weren't even invented around the 500 centuries! Since magnets weren't developed back then, the stones must have contacted an immense amount of electricity. Generations of the tribes have claimed that they weren't the ones who built it. This structure could have possibly been built by extraterrestrials! These are two of the many strange cases of UFOs and aliens that are the closest to being solved, as they really prove that extraterrestrial life, which we don't know about, might exist. However, we shouldn't leave the mysteries of aliens alone, as they might possibly affect humanity one day. Although many people don't believe in extraterrestrial life, people may never know what is out there in the deep darkness of Space. We should always remember that our Earth is nothing compared to the vastness of Space, so we shouldn't assume that we are alone in our universe. Hopefully, in the future all our mysteries will be solved.

## বাবা, তোমার জন্মদিনে —মৌলীনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী

সারাটা দিন কথার ভিড়ে  
একশো কাজের মাঝে  
দেখতে তোমায় পাইনা কোথাও  
সকাল কিংবা সাঁঝে।

শুধুই যখন দিন পোহালে  
ক্লান্ত শরীর-মন ও,  
চোখের পাতায় ছেলেবেলার  
স্বপ্ন হয়ে নামো।

তোমার সাথে গল্পে মাতি  
মজার সে সব গাথা।  
হাসির তুফান ওঠে তখন  
বলছি সত্যি কথা।

আবার কখন গুনগুনিয়ে  
গানের ডায়েরি খানি  
"আরতি" বা " উৎপলা সেন"  
তোমার প্রিয় শিল্পী, জানি !

শিশুতীর্থ ! মনে পড়ে?  
নাগরদোলায় চড়া !  
ছোট্টো আমি, সঙ্গী বাবা  
মেলার পথে ঘোরা।  
রঙ্গীন সে সব দিনের ছবি  
আবির - রঙের ধারায়  
মনের বুকে ফাগুন আনে  
সময় থমকে দাঁড়ায়।  
স্মৃতির পাতা ওলোট পালট  
জন্মদিনের ভোরে,  
অন্যায়সেই উড়িয়ে নিলো  
মনখারাপী ঝড়ে।  
মোমবাতি আজ নিভিও না, থাক  
চলতে হবে তো একা !  
পায়েসটা ঠিক due রইল  
যেদিন হবে দেখা !



Acrylic Painting by Purbasha Saha

## প্রাণে থাকুক রবিঠাকুর —মৌলীনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী

কোন "আমি" আজ দ্বন্দ্ব আছে  
কোন "আমি" ঘোর ভালোবাসায়,  
"ছিন্নপত্র" লুকিয়ে ছিল  
ক্লাস নাইনের অঙ্ক খাতায়।  
কোন সে "আমি" নুইয়ে মাথা  
তোমার সৃজন-ঋণের ভায়ে,  
সেই "আমি" টাই দু:খ মোছে  
"অশ্রুদী"র সুদূর পারে!  
দিনগোনা সেই একই আছে  
"ক্যামেলিয়া"র পথটি চেয়ে,  
মুক্ত রায়ে "কৃষ্ণকলি"র, আজও  
কাজল-কালো চোখটি বেয়ে।  
বিশ্বজুড়ে ভয়াল রূপে  
জ্বলছে যখন লক্ষ চিতে,  
জড়িয়ে থেকো রবিঠাকুর  
প্রজন্মকে এগিয়ে দিতে।





Tel : (925) 227-1600  
Fax : (925) 227-1601  
Open Daily 9.30am-9.00pm

**Bhavesh Patel**



6700 Santa Rita Road Suite M  
Pleasanton, CA 94588  
Corner of 580 & Santa Rita

Email : [kamalspices10@gmail.com](mailto:kamalspices10@gmail.com)  
Website : [www.kamalspices.com](http://www.kamalspices.com)

# *Nupoor Dances*

**For Bollywood Film and Folk Dances**

**Enjoy this fun & energetic Bollywood class ranging from  
Beginner to Advance Levels**

<http://www.nupoordances.com>

[nupoordances@yahoo.com](mailto:nupoordances@yahoo.com)

**925 586 4325**

**Nupoor Studios**

**7748 Dublin Blvd . Dublin . CA 94568**

**Sonal Sanghvi**

[nupoordances@yahoo.com](mailto:nupoordances@yahoo.com)





Drive · People · Projects

## Cost effective IT services in the United States and India



- Hire IT talent in the United States and India
- IT consulting, development, and implementation
- Virtual or on-site PMO set-up, management, and services



## DPP Track



Complete & affordable PPM/PMO software solution to optimize project management and keep track of all your critical initiatives

## PPM/PMO Services



Implementation and optimization services to help with your PMO setup, integration and project maximization



- Hire IT talent in the United States and India
- Monitor projects with our SaaS software DPP Track

[www.dpptech.com](http://www.dpptech.com) / [connect@dpptech.com](mailto:connect@dpptech.com)

## IT Consulting



Use our top evaluation, assessment, implementation, project delivery and maintenance services to meet specific IT needs

## Staffing



With our world class IT staffing on demand, get immediate proven results from top IT talent across the globe

## Conversation with Wendy

-Mihika Saha -10yrs

"Can I go outside?" I complained, sitting on one of the wooden chairs surrounding our dining table. "It's hot in here." Our air conditioner was not working, and it was summer. I was really bored with nothing to do except eat all the chocolate in the fridge, and then convince my dad to buy more.

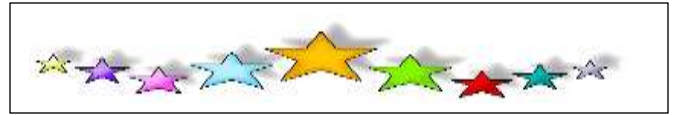
"I can drive you to the Meadowlark Dairy," my dad said loudly, from the brown reclining couch on the other side of the room. "It's the perfect day for ice cream." "Sure," I said, and I went to the dark garage and got into the back seat of our dark blue car. I put on my seatbelt. The Meadowlark Dairy is a dairy, and they have the best ice cream ever. My dad suspects it has something to do with the milk. We drove for about two minutes. Soon we were there. My dad and I usually use the drive-through, but it was a hot Sunday, and the line was about twelve cars long. Instead, we stood in the line. It wasn't much better. We stood for a long time, so my dad stared at his phone, completely oblivious to everything else. To pass the time, I looked at the family in front of me. There was a big, brown dog wearing a nurse's hat, a boy wearing a black top hat like Abraham Lincoln, a young boy, barely a toddler, a woman in a purple frilly dress, a man in a tuxedo and a girl with a blue ribbon in her hair to match her blue and white frilly dress. "What are you looking at?" the girl in the blue dress asked. "Nothing," I said quickly. I hadn't realized I was staring until the girl said something. "Where is Michael?" she exclaimed suddenly. "He was here five minutes ago! What happened to him!" I wasn't sure. "Who is Michael," I asked, confused. "My brother!" The girl practically screamed at me. "Where might he go?" I asked, not sure why I was even helping. My dad and I were near the middle of the line now. "We could check the trees? He's been obsessed with flying since we..." she shook her head. "Let's go to the park." We ran to the park. The park has no playground, just a sign, some tall, leafy trees and an empty field of green grass. While we were running, I asked her

name. "Wendy Moira Angela Darling," she said with some satisfaction. Our parents were nearly at the front of the line. But then I realized something. "Wendy, do you know someone named Peter Pan?" "Why yes! I met him last week." Wendy said, obviously very surprised by my question. As soon as I overcame my initial shock, I noticed something. "What's that light by the trees?" "Maybe it's Tinker Bell!" Wendy laughed. Before I could stop her, she ran over to the light. She came back with the light near her shoulder. When she came closer, I realized that the light was indeed Tinker Bell. "Peter taught me your language," mumbled the glowing Tinker Bell. "What's happened?" "We can't find Michael," Wendy huffed, still catching her breath from her sprint to the trees. "We think he tried to fly into one of these trees. I don't know how he would get the fairy dust, though..." "I'll go get Peter," Tinker Bell interrupted, and before we could stop her, she had flown away in a cloud of fairy dust. Soon she returned with Peter hovering by her side. "Tink told me what happened. I'll check the trees." Peter said. He flew up into the branches of the trees. He took so long we started to worry. Wendy shifted from foot to foot. Finally, he came down, covered in leaves. "You found Michael!" Wendy exclaimed, for Michael was hovering beside Peter. From time to time, he would lose his balance and Peter would have to help him by holding his hand and pulling him up. "Tink accidentally showered pixie dust on him!" Peter shouted down, putting emphasis on the word accidentally. With a suspicious glance at Tinker Bell, he flew down and Michael fell on the grass next to him. "He didn't want to come down, so I had to pull Michael down with me. That didn't work, so I had to wait for the fairy dust to wear off, pull him off the tree and then sprinkle him with more." Wendy didn't comment. She was so happy to have Michael back to care. After Peter and Tinker Bell flew away, me, Michael and Wendy went back to the



Meadowlark Dairy. Wendy and Michael walked away to find their family, and I found my dad waiting for me near our car. "Where did you go?" he asked. He was holding two ice creams, one

chocolate vanilla for me and one mango for him. I smiled at his question, knowing he wouldn't really believe the answer.



*Mihika Saha-10yrs*



*Rishika Ghosh-12yrs*



*Rohini Banerjee-7yrs*



*Reyansh Rana-5yrs*

**With Best Compliments From**

**Business Links**  
INFRASTRUCTURE AUTOMATION CONSULTANTS



**Visit us at: <http://bizlinkx.com/>**



Systems, Storage & Networking



Automation



Data Migration



Cloud Infrastructure



## দীঘায় দুবার - প্রবীর দাশগুপ্ত

বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কেমন ইচ্ছে অনিচ্ছে সব পালটে যায়। যা কয়েক বছর আগেও মনে হয়েছে থাকলে বা করলে ভালো হতো, আজ হয়তো সেটার কথা ভাবিই না। আবার বিবাহের পূর্ব ও পরের মধ্যেও এরকম পরিবর্তন এসে যায়। এ কথা বলার কারণ এই যে আমার দুবার দীঘা যাওয়াতেই, একবার ১৯৭০ আর পরে ১৯৮০ তে, মনের অনুভূতি গুলো কেমন পালটে গিয়েছিলো তা দেখেছিলাম, অনুভব করেছিলাম।

আমি যে সময়কার কথা প্রথমে উল্লেখ করছি, অর্থাৎ ১৯৭০ এ, তখন শংকরপুর, বকখালি, মন্দারমণি এ সব সমুদ্র সৈকত গড়ে ওঠে নি। সমুদ্রের স্বাদ পেতে হলে হয় পুরী, না হলে আরও কাছে চাইলে, দীঘা। অল্প কয়েক দিনের জন্য আদর্শ জায়গা ছিলো এই দীঘা। মোবাইলের যুগ আসেনি। তাই ফটোফট ছবি তোলার উপায় নেই। ক্যামেরা নিয়ে চলো। নয়তো স্মৃতিতে তুলে রাখো। বেশির ভাগই রাশি রাশি স্মৃতি নিয়ে ফিরতো।

অনেকের মতন আমারও দীঘার সঙ্গে কিছু কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৭০ এর অগাস্ট মাস। চাকরিতে তার আগের বছরেই ঢুকে গিয়েছি। টাকা পয়সার একটা স্বচ্ছলতা এসে গিয়েছে অথচ সেই ভাবে কোনও দায়িত্ব নেই। একটা স্বাধীন ও পুরোপুরি 'ব্যাকেচলর' জীবনে আমারই কয়েকজন প্রায় সম বয়সী আত্মীয়দের সঙ্গে আড্ডা, হুল্লোড়, তাস খেলা, এদিক ওদিক বেড়ানোতে সময় কেটে যাচ্ছিলো পরম আনন্দে। অন্য কোন দিকে আকর্ষিত হওয়ার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই তখন আমাদের নেই। নিজেদের এই 'ফ্যামিলি' গ্রুপেই আমরা ব্যস্ত। গ্রুপেই আমাদের ধ্যান জ্ঞান। এরই মধ্যে তাল উঠলো দীঘা যাওয়ার। মনে আছে ভরা বর্ষায়, প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে, আমরা

সময় কেটা গেলো। এখন শুনেছি সেরকম ভাবে ঝাউ গাছ নেই। অন্য দিকে, কিছু দূরে, কয়েকটা হোটেল। হোটেলের সংখ্যা কম। আর হ্যাঁ, সে সময়ে এক জার্মান সাহেবের টু সিটার প্লেন দীঘার সমতল সমুদ্রতীরেই নামতো।

জ্ঞান বয়েসে সমুদ্র স্নান সেই প্রথম। সমুদ্রে নেমে মাত্রাহীন লাফালাফি ও দাপাদাপিতে আমাদের একজনের হাফ প্যান্ট ফেটে দফারফা হলো। ওটা তখন পড়া আর না পড়া সমান। বাকি তিন জন তাকে ঘিরে, পাশে পাশে হেঁটে, তার ওই দুর্দশায় এক প্রকার আবরণ হয়ে, ওখানকার বাসস্থানে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হলাম। সমুদ্র স্নান, খাওয়া দাওয়া, অল্পবিস্তর সুরাপান, তাস খেলা বা নিছক আড্ডা মেরে অপূর্ব কেটেছিলো কয়েকটা দিন। সে বছরেই, কিছু মাস আগে, সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মুক্তি পেয়েছিলো। স্বভাবতই সিনেমার চার মূর্তির সঙ্গে নিজেদের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম।



১৯৭০ এ দীঘা যাত্রার দশ বছর পর আমার সেখানে দ্বিতীয় যাত্রা। এর মধ্যে ১৯৭১এর একেবারে গোড়াতেই কিছু সুহৃদ বন্ধুদের কুপায় আমার স্ত্রী সুনন্দার সঙ্গে পরিচয় হল। দুঃখের কথা হল এই যে প্রেমের স্রোত যখন তীর গতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, ঠিক তখনই মার্চ মাসেই আমার অফিস আমায় উড়িষ্যায় বদলি করে বসলো। দূরত্বের জন্য কোলকাতা ঘনঘন আসা যাওয়া সম্ভব না হলেও ভারতীয় ডাক বিভাগ আমাদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলো। চিঠির আদান প্রদানেই বছর দুয়েক কেটে গেলো এবং ১৯৭৩এর ফেব্রুয়ারিতে অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত বিবাহ, একসঙ্গে উড়িষ্যায় বাস ও বিরহের অবসান। ১৯৭৫এ আমাদের কলকাতা প্রত্যাবর্তন। আমার কলকাতার বাইরে বদলি এবং তারপর একে একে সকলের বিবাহের পর, আমাদের একসময়ের খুব কাছের হৈ হুল্লুড়ে 'ফ্যামিলি গ্রুপ' ভেঙে গেলো। একসাথে আগের ওই ব্যাকেচারদেরও বেড়ানোতেও সেখানে ইতি। ১৯৮০তে দীঘা যাওয়ার আলাদা তাগিদ অনুভব করলাম। ছোট ছোট দুই সন্তানকে সমুদ্র দেখানো। একজন পাঁচ, অন্য জন চার। যে বয়েসে বিশ্বায়ই হলো প্রথম জ্ঞানের হাতেখড়ি, সেখানে সমুদ্রের বিশালতা ও অন্তহীন আছড়ে পড়া চেউ দেখে শিশুদের মনে অনেক প্রশ্ন আসতে বাধ্য।



চারজন দীঘা পৌঁছলাম মাঝরাতে। এর মধ্যে আবার একজনকে খড়গপুর আই আই টি থেকে তুলে নিয়ে আসা। সমুদ্রের গর্জন আর তুমুল বৃষ্টির আওয়াজে কথা শোনা দায়। আগে থেকে reservation করা নেই কিন্তু দালাল ধরে একটা উঁচু ডিপি়র ওপর একটা দুধরের বাড়ি পাওয়া গিয়েছিলো। ওখান থেকে দৃশ্য অপূর্ব। সামনে বিস্তৃত সমুদ্র। বাঁ দিকে ঝাউ বনের ছাউনিতে, দুপুরের দিকে, তাস খেলে বা আড্ডা দিয়ে অনেক

হোটেলের নাম এখন ঠিক মনে নেই, সম্ভবত Hotel Sea Hawk হবে। নতুন তৈরি হয়েছিলো। সেখানেই আগে থেকে reservation করে, ছুটি মঞ্জুর করিয়ে, Esplanade থেকে সাত সকালে বাস ধরে, পথে দুই বাচ্চার মনোরঞ্জে স্ত্রীকে যথা সম্ভব সাহায্য করে, বেশ বেলায় দীঘা পৌঁছানো গেলো।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাদের অবাক বিস্ময় ভুলবার মত নয়। আর তারপরই তাদের অনর্গল কথা ও খিলখিলিয়ে হাসি। এদিক ওদিক ছুটে যাওয়ার ব্যস্ত ব্যাকুলতা। বুঝলাম আমাদের আসা সার্থক। পাশেই দাঁড়ানো আমরা। দুজনের মধ্যে মৃদু হাতের স্পর্শে আমাদের ভালোবাসার ছোট্ট প্রকাশ বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তে। প্রথম দুটো দিন এক অনাবিল আনন্দে কেটে গেলো। বিস্তারিত লেখার এখানে নিষ্পয়োজন। তাহলে শুধু পাতা ভরে উঠবে। কিন্তু তৃতীয় দিনে, পাথের নুড়ির ওপর পড়ে গিয়ে, আমার ছেলে collar boneটি ভেঙে বসলো। ওর সহ্য শক্তি দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। সকল আনন্দ পল্ট হলেও কান্না বা আবদার কোনটাই করলো না। বরং চুপ করেই রইলো বাকি দুটো দিন। দিদি হেসে খেলে ছুটে বেড়ালেও সে নির্বিকার

রইলো। হয়তো আমাদের উদ্বেগ ওই ভাবেই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা। পরবর্ত্তি কালে বহু জায়গায় বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে।



সমুদ্র ছাড়াও, পাহাড়ে, সমতল ভূমিতে, মঠ মন্দিরে, ঐতিহাসিক স্থানে এমনকি বিদেশেও। কিন্তু আজও দীঘার সমুদ্র পারে, কোনও এক ভোরের সেই

প্রথম সূর্য কিরণের স্পর্শ ভুলবার মতন নয়। দুই নিষ্পাপ শিশুর কোমল দুটি আঙুল পরম নিশ্চিন্তে আমার হাতের মধ্যে। আর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখা দুই জোড়া ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ আমাদের অনুসরণ করে চলেছে।



*Incredible full moon view at Byron, CA*



*Painting by Shukla Mukherjee*



# Of distorted visions and muted voices

*Neetra Chakraborty -15yrs*

Foggy shapes flicker in front of my eyes,  
My vision remains hazy and distorted,  
I do all I can to clear my sight,  
But their faces remain blurry and contorted,

At times, there is only hushed silence,  
I panic and listen for any sound,  
Then a commotion fills my unprepared ears,  
Shrill whines and cackles make my head pound.

Just when I'm ready to share my thoughts,  
When I'm ready to show the world my spark,  
Everything flickers, And I watch in horror,  
As With a blink, it all goes dark.

I've never been able to stay home like this,  
I do as I please, i'm free as a bird,

But if I don't proceed with caution and care,  
My every move will be seen and heard.

I try to speak to my eager friends,  
But my words don't reach them, though I shout.  
Are they the problem, or is it me?  
Even after months, we'll never find out.

I've tried my best to make things work,  
I've asked for help and prayed,  
But no matter what I do, it'll never get resolved  
I guess I'll have to live this way.

No, it's not a part of a horror movie,  
Nor an existential crisis with deep meanings,  
These eerie visions and strange happenings  
Are part of the dreaded zoom meetings.

*Anusha Bagchi -11 yrs*



# KID'S CORNER



*Shanaya Mazumder-6yrs*



*Teenash Banerjee-7yrs*



*Annika Majumder-7yrs*



*Rohit Pain-9yrs*



*Aryaman Majumder-11yrs*



*Aarya Sharmadeb-8yrs*

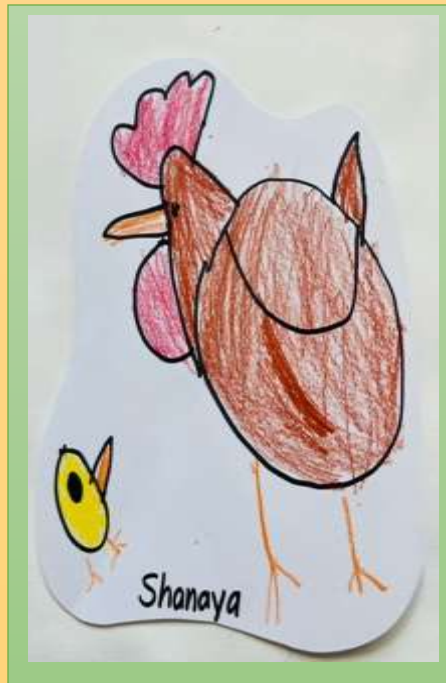




Neerajana Chakraborty-10yrs



Shanaya Mazumder-6yrs



*GTeam Realty & SMGC*  
**Innovative Real Estate Solutions**  
*for*



Good

Better

Best

*Innovation - no practice remains best for very long*

*An Ingenious Pioneered approach which provides an End to End service, which includes ...*

- **LifeStyle Planning** *as relates to your RE primary &/or investments*
- **CashFlow Consulting** *to ensure financial sustainability & optimization*
- **Construction Services** *for maintenance, repair & upgrading your properties*
- **Real Estate Sales & Development** Residential | Commercial | Investment.

GTeam Realty – is a wholly owned subsidiary of GTeam Realty, Inc. & assists clients in buying, selling & holding Residential, Commercial & Investment Real Estate properties all over the San Francisco Bay Area, & in various areas of USA, with keeping sustainability as the unique differentiator.

GTeam Realty, Inc – DRE Lic # 02161434 | Managing Broker: Ash Golani CA DRE Broker License # 01412946

SMGC – is a wholly owned subsidiary of Strategic Management Group Consultants, & with a proven track record provides program, project & financial professional consulting services to public sector & private clients.

Note – since our business is mostly through referrals & word of mouth, and want to ensure we can focus on client services we do not have a web presence, at this time.

email: [ash.golani@gteamre.com](mailto:ash.golani@gteamre.com) | direct 510.552.4258 | office 925.217.1113

mail .. 9000 Crow Canyon Road, Suite S-123, Danville, CA 94506  
Locations .. Danville, Lafayette, San Francisco  
Service Area 's .. SF Bay Area, Sacramento, Central Valley, CA & USA (via strategic alliances)

# Radiance Beauty studio & BOUTIQUE

📍 167 Market Place, San Ramon CA 94583

🌐 <http://radiancebeautystudios.com/> ☎ 925 - 415 - 3311

## BEAUTY SERVICES

Threading, Waxing, Facial, Hair, Makeup,  
Nails, Eyelash Extensions

## DESIGNER CLOTHING

Indian Ethnic Dresses, Bengali Sarees,  
Jewelry, Mens and Kids Ethnic Dresses

👉 **15% DISCOUNT**  
ON ALL BEAUTY  
SERVICES AND  
CLOTHING WITH THIS  
FLYER!



# A Memorable Trip to a Winter Wonderland

- *Riddhiman Rana (12 years)*

“There is always a reason not to go somewhere or not do something but once you are there, you’re probably not going to want to go back!” That’s where my trip started, on the forever debating of my parents if we wanted to take a nice wintry vacation to Utah, a place of geological wonderland and unique rock formations that cannot be found anywhere else in the world. “Are you sure we should go to Utah, there are so many winter weather warning predictions?” my mom said. “It’s ok, nothing will happen. Everything will sort out once we’re there” my dad said. “But then what about our car, it will be Christmas Eve, all the shops will be closed,” my mom said with a concerned voice. I had had enough, and I wanted to find a way to convince my parents to go to Utah. I barged in and said, “There is always a reason not to do or go somewhere, Covid, weather, financial problems, e.t.c. But if you look at the winter wonderland Utah is, once you are there, you will never want to head back home.” And with that, I left my parents to think about it.

My message seemed to have worked, and within a day, my dad had booked the tickets and got us all set up. It was a Friday evening and with our cab and flight tickets booked up, we left. Little did I know what I would be about to see within the next 2 hours. “Thank you for boarding SouthWest Airlines on your flight to Salt Lake City. Merry Christmas Eve, and an early Happy New Year!” the flight attendant said with a jolly voice. My dad had a friend in Salt Lake City who was so kind they let us live there. After spending an hour at the airport collecting our luggage, and getting our rental, we left for my dad’s friend’s house in the nick of time to celebrate Christmas. After our arrival in Utah, the next day went seamlessly and we were just figuring out how everything was around Utah, visiting a few small spots around Salt Lake City. After dilly-dallying around visiting the small shops on Saturday, we left to go south for the town of

Moab. And the long 4-hour drive through traffic and snow and the ever-so-longing fear of the car slipping on ice was worth the effort. Moab is a small town in the middle of Arches National Park which is a place where many geological and rock formations have formed over millions of years of erosion. After a good night’s sleep at our hotel, we were back on the road the next morning. Moab is in the middle of a massive geological formation and has large rock formations as tall as skyscrapers surrounding it like a dome. Our first stop at Arches was Balanced Rock, a formation that utterly defies the forces of gravity. Balanced Rock is a rock formation shaped such that on the very tip of this mountain-shaped rock formation is a large boulder, created from forces of erosion over many years. Next up, we visited Windows which is a series of rock formations where there are large gaps in between them, almost like real windows but naturally created. These are beautiful and mesmerizing formations that are truly amazing natural creations. After spending some time there, we moved down further south to see the one and only Delicate Arch. Delicate Arch is an enthralling creation of nature, an arch-shaped rock that has withstood thousands of years of erosion. After a long hike and battle fighting against the strong winds nearly blowing us off the cliff, we reached it. What a unique and fascinating sight it was! With that, we went back to our hotel for a good night’s sleep. The next day we left for a short detour to CanyonLands National Park, known for its dramatic desert landscaped that has been eroded by the Colorado River. At every turn in this park are high cliffs and large, deep, and immersive canyons creating unique formations along with every point of the hike. Soon after spending some time there, we left to travel even further south toward another notable national park - Bryce Canyon. It was a dark 5-hour drive in the middle of nowhere as we drove through the howling blizzard screaming at us with

no cars behind or ahead of us. Halfway my mom anxiously said, "Oh my god, look at that! The fuel tank is running dangerously low. What will we do, we're in the middle of nowhere and if we don't find a gas station, we might get stranded with no way to call for help?" I suddenly began realizing the harsh reality that of the situation we were as I saw that there were no bars of cell service and we had 17 miles of gas left. Within moments, the car cabin transformed from screaming and laughter on a fun winter drive into a quiet, dark, and nervous four passengers waiting for any glimpse of the next sign for a gas station. Nevertheless, my dad kept our spirit high as he kept steady on the wheel, found a gas station, pumped the car up and got us moving into our hotel amidst the blizzard. The next morning, we headed to Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon National Park is famous for its forests of rocks with its alluring hoodoos, spires, and towers. Our first hike was a freezing trip to Sunset Point where we saw a forest of snow-capped hoodoos below us.



*Winter Wonderland at Bryce Canyon*

The sight was an amazing unforgettable and breathtaking experience of a combination of snow and nature's finest creation. As we went higher up to southern and northern Inspiration point where we went on a few hikes, we found our jaw-dropping further and further with every turn seeing the beauty of the amazing Bryce Canyon. After that, our last return of the day was Navajo Loop where we went on an icy expedition and adventure down steep icy slopes and hills until we were in the middle of the forest of hoodoos, an astonishing creation. With that, we left Bryce Canyon National

Park. Our trip was soon coming to an end and before going back to Salt Lake City we decided to take a detour to Capitol Reef National Park. Capitol Reef National Park is famously known for its wrinkled landscape of painted rocks, unexpected and unique geology of rock formations, and the natural beauty of canyons stretching for more than 100 miles. It was truly an amazing experience as we hiked through all the canyons, domes, and rugged terrain. It takes its name as Capitol Reef because the steep cliffs that separate from each other for 100's of miles block straight land travel across Capitol Reef as coral reefs block ships from going forth. After spending a couple of hours there, we headed back to Salt Lake City just in the nick of time for New Year's Eve.



*Salt Lake City covered in snow*

The next morning, we woke up to see a thick blanket of snow covering the entire city creating some mesmerizing views. We went sledding and had fun snowballing each other.

At last, our trip had come to an end. From the clusters of our home debating whether to go on our trip or not to a magical experience of forests of snow-capped hoodoos and astonishing creations of nature within rock formations, what a trip it was. The fear of flying with all these new covid variants to the mesmerizing views that we received by going to Utah was amazing and an experience I will never forget. And as the message from the beginning was, "There will always be a reason not to go, but once you're there the view will be worth it."



*Photographs by Biswarup Banerjee*



*Waking up with the beautiful sun at Mesa Arch, Utah*



*When your passion and desires are aligned you create a golden shot, full moon kissing the Golden Gate in San Francisco*



*The red-billed streamertail is the national bird of Jamaica also known as the doctor bird, they are part of the Hummingbird family.... only found on the island of Jamaica.*

*May the Good We Find in the World Arm, Equip &  
Protect You Throughout the Year to Bring Joy, Peace &  
Wonder to All Those We Love and Cherish*



**REALTYONEGROUP**  
TODAY

**SERVING THE TRI-VALLEY, EAST BAY ... AND BEYOND**



William Doerlich, MBA, MRE  
Broker / CEO 925.701.8900  
DRE 00597229 NMLS 1757811

**Personalized Service ... Professional Results**



## অ্যালার্ম ক্লক -শুচিশুভ্র সিনহা

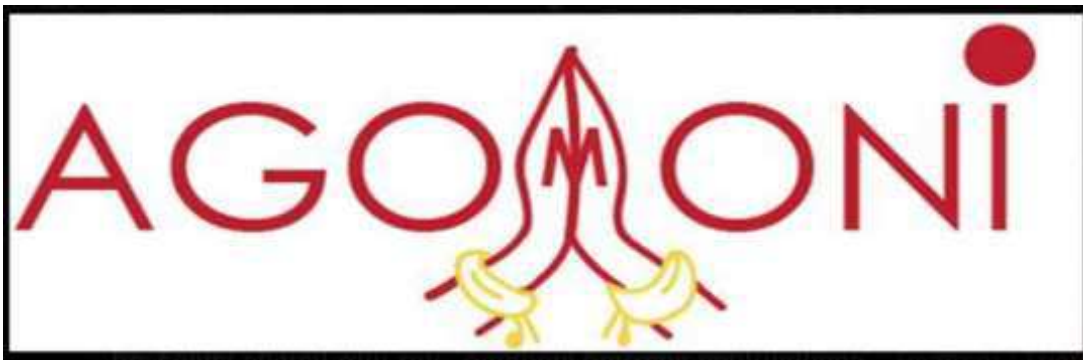
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দেমাতরম সংগীতটি আনন্দমঠ উপন্যাসের জন্য লেখেন। ১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশনে উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে "বন্দেমাতরম" গান। ১৯৫০ সালে এই সংগীত জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সংগীত অনেক শাহিদকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজ অবধি কত বিভগ্নে যে এই গীত গাওয়া হয়েছে তার ইয়ান্তা নেই। হালে এ র রহমান এই সংগীত কে এক চমকপ্রদ সুরে গেয়েছেন। সে গান শুনলেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে, দেশভক্তি মস্তিষ্কে এমন নৃত্য করতে থাকে যে সামনে এক দুটো দেশদ্রোহীকে পেলে তার আর রক্ষ নেই এমন বোধ হয়। যদিও আমি সংগীত বোদ্ধা নই, তাছাড়া আজকাল বেএরিয়াতে বাংলা ব্যান্ডের গান শুনে মনে হয়, গান থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। তাই এই মহান সংগীত নিয়ে লেখার দক্ষতা ও সাহস কোনোটাই আমার নেই। কিন্তু এই সংগীত আমাদের শৈশবে কত শিশুর জীবনে কি অপরিসীম দুঃসহ দুঃখ বহন করে আনত তার গল্প আজ শোনাবো। সেই শিশুদের দলে ছিল আমার দাদা ও দিদি। সেই সময় আমাদের সকাল শুরু হত আকাশবাণীতে "বন্দেমাতরম" গান শুনে। ঠিক সকাল ছটায় আকাশবাণী কলকাতা "ক" এর সম্প্রচার শুরু হত। প্রথমেই বিভিন্ন যন্ত্রনুষঙ্গে বাজত বন্দেমাতরম সংগীত। সেই সংগীত ছিলো আমার দাদা দিদির অ্যালার্ম ক্লক। মস্তবড় মারফি রেডিও বাদামি রঙের চামড়ার জ্যাকেট পরে গমগম করে বাজত। আমার বাবা সেই সংগীতের তালে তালে দাদা দিদিদের বিছনার মশারি খুলে দিতেন। সেই অবোধ বালক বালিকারা যখন স্বপ্নদেশে মহা আনন্দে ভ্রমণ করছে, তখন বাবার সেই নির্মম ডাক, "এবার উঠে পরো", তাদের কঠিন বাস্তবে আছাড় মেরে ফেলত। দুইজন ঘুম জড়ানো চোখে লেপের আদরে মশারি জড়িয়ে বিছানায় বসে বসে বন্দেমাতরম শুনত। বন্দেমাতরম ওদের জীবনে বিষাদ সংগীত হয়ে বাজত রোজ সকালে। দাদা ও দিদির থেকে আমি বেশ ছোট হওয়ায় এই সংগীত যন্ত্রনা থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। বন্দেমাতরম শেষ হলেই শুরু হত প্রভাতী সংগীত "এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলো দ্বার", ব্যাস রেডিও বন্ধ। বাবার কড়া নির্দেশে দাদা ও দিদি পড়ার টেবিলে। তখনও আমি বিছানায় আরামে শুয়ে। তবে এই সুখের দিন বেশিদিন থাকল না। দাদা ও দিদি হোস্টেল, আমি তখন ক্লাস ছয় কি সাত। বাড়ি ফাঁকা হওয়ায় আস্ত একখানা ঘর আমার। সেই ঘরে রেডিওর যন্ত্রনা নেই। কিন্তু রেডিওর বদলে উপস্থিত দুই কান উঁচু করা স্টিলের শক্তপোক্ত একখানা টেবিল ঘড়ি। এখন যা মোবাইল ফোনের দৌলতে পঞ্চদ্ব প্রাপ্তি হয়েছে। এই সময় বলে রাখা ভালো, দাদা দিদি পড়াশোনায় ভালো হওয়ায়, আমার উপর চাপ ছিল একটু বেশি। তবে আমার থেকে আমার মায়ের চিন্তা আর চাপ ছিল বেশি। ওনাদের একটা কেমন ধারণা ছিল,

আমাকে নাকি ওদের চেয়েও ভালো রেজাল্ট করে দেখাতে হবে। আমার বাবা ছিলেন NCC ফার্স্ট ক্যাপ্টেন। উনি সকাল চারটার ঘুম থেকে উঠে মাঠে প্রাকটিস করতে যেতেন। সঙ্গে ছিল মাইল দেশেক মর্নিং ওয়াক। তবে তার কুচকাওয়াজ মাঠের আগে বাড়িতে শুরু হত। তার ছিল খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস। স্বাভাবিক ভাবেই বাবা একই নিয়ম আমার উপর চালু করতে চাইলেন। সকালে উঠে পড়ার বিষয়ে বিশদ উপদেশ দিতেন। ভোরে উঠে পড়লে নাকি "পাথরের লেখো নাআআআম, সে নাম রয়ে যাবে" র মতো সমস্ত পড়া মস্তিকে হার্ড ডিস্কে রিড অনলি মোডে সেভ হয়ে যাবে। কিন্তু ভোরে অ্যালার্ম দিয়ে উঠেও আমি দেখলাম বই থেকে অক্ষরগুলো চোখ অন্ধি পৌঁছালেও মাথার হার্ড ডিস্কে সেভ হচ্ছে না। প্রথম প্রথম অ্যালার্ম বাজলেই ঘুম চোখে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির মাথার বোতাম টা চেপে দিয়ে আরেকটু ঘুমোবার তাল করতাম। কিছুদিনের মধ্যেই পুরো ব্যাপার টা রিফ্লেক্স অ্যাকশনে পরিণত হয়ে গেলো। কখন যে অ্যালার্ম বাজত আর কখন যে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির বোতাম টিপে দিয়েছি নিজেই বুঝতে পারতাম না। এই সময় বলে রাখা ভালো, অ্যালার্ম এর আওয়াজ আজকালের মোবাইল ফোনের মতন মিষ্টিমধুর আওয়াজ ছিল না, সে ছিল সাতপাড়া জাগানো ক্যাডক্যাডে অ্যালার্মএর আওয়াজ। বাবা ব্যাপার টা না বুজতে পারলেও, মা কে ঠকানো সহজ ছিল না। তবে মার ঘরে কোনো অ্যালার্ম ক্লক ছিল না। মার অ্যালার্ম ছিল ৪:১০ এ আজানের ডাক। আজকাল শুনেছি দেশে আজানের ডাক নাকি শব্দদূষণ করে। কিন্তু আমার ছোটবেলায় সকালের আজানের ডাকে, মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিত। তারপর শুরু হত আমার পড়াশোনা। আজও যখন বাড়ি যাই, আজানের ডাকে ঘুম ভাঙলে, ঘুম থেকে উঠে ইতিহাস বা ইংরেজি পড়ার কথা মনে পরে। সে সময় আমার মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সকালের পড়া কেও ভোলে না। তবে রবিবার ছুটির দিনে ছিল অন্য নিয়ম। সকাল ৫ টায় আমরা জড়ো হতাম ফুটবল মাঠে। বড়, ছোট, কাকু, দাদারা সবাই মিলে তৈরি হত টীম। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সময় তো কথাই নেই। তখন যারা কোনোদিন ফুটবল মাঠে পা রাখে নি, তারাও আসত খেলতে। আর টিমগুলোর নাম রাখা হত দেশের নামে। আমরা সবসময়ই ব্রাজিল টিমে খেলতাম। আমাদের খেলার মাঠে পাশেই ছিল ইংরেজবাজার সদর থানা। সেখানে প্রতি ঘন্টায় কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে সময় জানানো হত। সাতটার ঘন্টা বাজতেই বাড়ি ফেরার পালা। নাহলে মায়ের কাছে পাওয়া যেত অশেষ যন্ত্রনা। আমাদের শহরে সকাল ৯ টায় থানা থেকে সাইরেন বাজত। ঠিক কবে এই সাইরেন বসানো হয়েছিল, এই নিয়ে অনেক গল্প আমি ছোটবেলায় বাবা কাকুদের কাছে শুনেছি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে অনেক গ্রামবাসীকে কলকাতা এবং বোম্বে উভয় শহরে চলে যেতে এবং টেক্সটাইল মিলগুলিতে কাজ করতে দেখা গিয়েছিলো। সেই সময়

সাইরেন গুলো মিল খোলার অ্যালাম হিসেবে ব্যবহার হত। তাই অনেক সময় এই সাইরেনকে 'মিল কল'-এ ডাক বলে ডাকা হত। 1962 সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পরে সাইরেনগুলি সম্পূর্ণরূপে ইনস্টল করা হয়েছিল। সাইরেনগুলি 1965 এবং 1970-71 সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় সম্ভাব্য বিমান হামলা সম্পর্কে নাগরিকদের সতর্ক করেছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে আশ্রয় খোঁজার জন্য লোকদের জন্য একটি সংকেত ছিল। সাইরেনগুলির অতীতের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞাত, বেশিরভাগ লোকেরা আজকে 9 টা সাইরেনকে কাছাকাছি অফিসে শিফট শুরুর সংকেত হিসাবে ভুল করে। আজ আমাদের ইতিহাস এবং পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাত্র আধ মিনিটের শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমাদের প্রজন্মের কাছে এটি নচিকেতা র জনপ্রিয় গান "নীলাঞ্জনা" র গানের লাইন

"ন'টার সাইরেন সংকেত সিলেবাসে মনোযোগ কম,  
পড়া ফেলে এক ছুট ছুটে রাস্তার মোড়ে  
দেখে সাইরেন মিস করা দোকানীরা দেয় ঘড়িতে দম,"  
স্কুল পড়া শেষ করে পৌছালাম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।  
প্রথম দু বছর অ্যালাম ক্লাবের কোনো দরকার পড়েনি।  
আমরা সমস্ত কিছুই করতাম দল বেঁধে। ক্লাস এ যাওয়া, এক  
সাথে খাওয়া, সিনেমা দেখতে যাওয়া, জুনিয়রদের পেটানো,  
সমস্তই ছিল দল বেঁধে। তৃতীয় বর্ষ থেকে আমার থাকতাম  
ছোট এক রুমে। আমার পাশে রুমে থাকতো আমার প্রিয় বন্ধু  
সুনন্দ। বাকি সমস্ত ছেলেদের সমস্ত গঠনমূলক আলোচনা বা  
কাজ মোটামুটি রাত্রি বারোটা পর্যন্ত চলত। সুনন্দ সারা সন্ধ্যা  
ঘুমিয়ে ঠিক রাত্রি ১১টাই উঠত। তারপর তার সমস্ত কাজ শুরু  
করত। মাঝে মাঝেই রাত্রি দুটোর সময় সুনন্দ হঠাৎ ডেফুন্ডে  
কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী অথবা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য  
ছাড়পত্র আবৃত্তি করত। কখনো সে আবার শেক্সপীয়ারের  
হ্যামলেট পড়ত। যদিও এসবের জন্য সুনন্দের উপর আমাদের  
শ্রদ্ধা বেশ বেড়ে গেছিল, কিন্তু রাত্রি দুটোর সময় এই সন্ত্রাস  
মূলক কাজকর্ম ঠিক মেনে নিতে পারতাম না। এসব কারণে  
সুনন্দ কলেজে "কুস্তা" নামেই পরিচিত ছিল। সে নাকি রাত  
জেগে কুকুরদের মত হোস্টেল পাহারা দেয়। আমি পাশের  
রুমে থাকার কারণে, আমার উপরে চাপ ছিল একটু বেশি।

অনেক অনুরোধে যখন কোনো কাজ হলো না, এক ছুটিতে  
বাড়ি থেকে আমি আমার অ্যালাম ক্লাব নিয়ে গেলাম কলেজে  
। সুনন্দ ঠিক ৪ টের সময় ঘুমোতে গেলে, অ্যালাম ক্লাব বেজে  
উঠত। বেশ কয়েক সপ্তাহ এই রুটিন চলার পর সুনন্দ তার  
সমস্ত কাজ নীরবে করতে শিখেছিল। অ্যালাম ক্লাবও এ কাজ  
করতে পারে, হোস্টেলে অনেকেই ভাবেনি। পরে বিভিন্ন  
কারণে সেই অ্যালাম ক্লাব হোস্টেলে বেশ জনপ্রিয় হয়।  
আমাদের কলেজের চিরসবুজ জুটি সিভিলের দাড়ি আর কমা  
। এক রাতে দাড়ি (সুমেরু) অ্যালাম ক্লাব চাইতে আমি কারণ  
জিগোস করলাম। পরের দিন ভোর চারটায় কমাতে ট্রেন  
ধরতে হবে তাই দাড়ি ভোর তিনটায় উঠে মেয়েদের হোস্টেল  
গিয়ে কমাতে ঘুম থেকে ওঠাবে। কমার প্রতি দাড়ির সেই প্রেম  
কলেজে সবার মুখে মুখে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেই অ্যালাম  
ক্লাব বাকি দু বছর অনেকেই বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে।  
কলেজের শেষ দিনে ঘড়িখানা খুঁজে না পেয়ে, আমাদের  
হোস্টেল এ নিখোঁজ বোর্ডে তার এক খানা ছবি ছাপাই।  
তাতেও কাজ না হওয়ায়, অনেক অঙ্ক কষে, ম্যাপ থিওরেম  
কাজে লাগিয়ে, নেটওয়ার্ক প্রোটোকল চারিদিকে চালিয়ে, শেষে  
সেই ঘড়ি অন্য হোস্টেলে হেগোর ঘর থেকে পাওয়া যায়। ও,  
আরেকটা কথা। যে দিদি ছোটবেলায় খুব রেগে বলত  
বন্দেমাতরম গান ও জীবনে গাইবে না, সেই দিদি তার ছেলেকে  
যত্ন করে জীবনের প্রথম সংগীত হিসেবে "বন্দেমাতরম" ই  
হারমোনিয়ামে শেখায়। যদিও শ্রীমানের সংগীত শিক্ষার  
পরিসমাপ্তি ওই একটি গানের মাধ্যমেই ঘটে।  
আজ এই মাধ্যমবয়সে এসে ছোটবেলার সেই স্মৃতি বড় ধূসর।  
আজ কেউ আর সকালে আকাশবাণী শোনে না। দেশে আজ  
আজানের ডাক নাকি শব্দদূষণ করে বলে আন্দোলন চলছে।  
থানার সেই কাঁসর ঘন্টা এখন ইলেক্ট্রিক বেলে বদল হয়েছে।  
আজ মোবাইল হয়েছে আমাদের অ্যালাম ক্লাব। তার  
আওয়াজ আবার হয় বিভিন্ন রবীন্দ্র সংগীতের সুরে। মাঝে  
মাঝে বিস্মৃতির ধুলো বেড়ে যখন পেছনে তাকাই তখন  
অমলিন আনন্দে ও বিষাদে মন উদাস হয়ে যায়। ছেলেকে  
ক্লাস থেকে ওঠানোর সময় জানিয়ে দিয়ে হটাৎ পাশে রাখা  
মোবাইল ফোনে অ্যালাম ক্লাবটা বেজে ওঠে "পুরানো সেই  
দিনের কথা ..."





## ফোনকল

### -অরুণাশিস সোম

আমরা বিবাদ বাড়াই খুঁড়ে, কিছু প্রাচীন আস্তাকুঁড়ে,  
জেতার ইচ্ছে রাখে দূরে, তবু নীলচে বোকা ফিঙে!

রোদ কমলে হারে ছায়া, লক্ষ্য কঠিন হলে মায়া,  
একলা সময়ও বেহায়া, ফোন ধরবে না শেষ রিং এ?

ছবি মুহূর্তে হয় স্মৃতি, কেমন রক্ততে রাজনীতি,  
গল্পে তোমার উপস্থিতি, ওদের কাঙ্ক্ষিত নয় কাল!

পাতার স্বপ্ন মাথা গাছে, ফুলের মৃত্যু লেখা আছে,  
আমার অসম্মানের কাছে, তুমি মুছবে না জঞ্জাল?

যেসব রেখা বাইরে সরল, তাদের অন্তরে আজ গরল,  
আমি হৃদয়ভাঙা তরল, শেষে থাকবো এ পাত্রে!

বৃষ্টি ঝড় পেলে হয় বড়, মাটি নরম এমনতর,  
যখন জলও জড়সড়, কথা বলবে না রাত্রে?

বধির প্রেমের কথাই শোনে, অন্ধ হাসির দৃশ্য গানে,  
হৃদয় কান্না নিয়ে কোণে, তবু অল্পেতে গর্জায়!

ক্ষমা অভ্যাসে হয় ক্ষত, অসুখ বাড়ছে ক্রমাগত,  
আগের চমকে দেওয়ার মত, হঠাৎ আসবে না দরজায়?



Neerajana Chakraborty-10yrs



Archismita Mukherjee-13yrs

*Sketches by Tanishka Roy-12yrs*



*Charcoal on paper by Evani C Snyder-16yrs*



*Batman Still One of my Favorite Heroes*



## A lie started it

*-Rishika Bhattacharya-13yrs*

“Mrs. Park, you are one of the top actors of your time and such an inspiration. You had some difficult teenage years. Can you tell us some of the hardships you faced?”, the reporters asked me with cameras and flashy lights. My mind was racing, yet I gave the most cliché answer, “What an irony, right?” The journalists however were not very happy about this statement. It was clear they wanted some material which could go viral and all amidst this one of the journalists asked me a question, a question whose answer was unknown to everyone but me. “Did you ever do anything selfish or in the sense horrible to become what you are today?” My manager signaled me to end today’s interview however my mind was thinking about something else or rather someone else. “Yes”, I said. The reporters were very eagerly staring at me, asking me to elaborate. My manager looked mortified and was signaling me again and again to end the interview. However, none of them bothered me, as I clutched my purse, and my mind went back to the year 1990. Usually, most people feel nostalgic about their teen years, those are the moments of youth, that’s the age when people fight for their dreams. The age is a beautiful transition from childhood to youth. However, my summer never came rather my spring turned into a never-ending winter, cold and lonely. This was my story which is tragic to say the least, a fact that will stay as my secret. I was eleven when I went through a car accident, both my parents and my sister passed away. I was left all alone and I didn’t even have time to recover as I was sent to an orphanage soon after. They said I had recovered physically but had I recovered mentally? the orphanage was no healing place, rather it was a living depiction of hell, the rooms were always cold, the children there didn’t care much about me as I barely spoke up, missed my family terribly. Before I had never pondered about death, however after that incident, I would try all supernatural

practices to bring them back but to no avail. Rather I would hurt myself more, having flashbacks of the incident when I slept became a daily thing. Soon after I developed insomnia. Christmas was my favorite festival; my heart would light up with joy even thinking about it. However, that year I went to their grave and cried. Nothing made me smile. I was always tired and scruffy and at some point, my grades fell so much I was made to repeat a year. I was bullied every day. Those kids never tried to understand me. I slipped into depression so much so that that at one point I wish I had died with my family. I was from a well-off family so after reading many books and novels on hard times, I wanted to experience a bit of it. Well, I guess I got what I wanted, I realized how devilish life can get. I would wish my life turned out different all the time. One day when I was 15, I took part in a dramatics competition. When a new teacher asked who my parents were, I told her a lie. I pretended that they were alive and that gave me peace. From that day onwards I started this habit of mine, lying, even though I knew I was wrong, I liked living in this alternate sense of reality. Maybe that was the kind of life, I had envisioned for myself so thinking that I was living it even for a minute was satisfying enough for me. My condition however took a turn for the worse, now in every situation, I wanted to lie, that gave me pleasure even if it was wrong. Now I know it’s a mental condition called impulsive liar, soon enough however I got caught up in a web of lies and getting myself out felt impossible. My lies were so serious that if revealed I would get kicked out of the acting club that I had taken part in. Acting was my only passion in life. So obviously I didn’t want that to happen. One day situation arose that my lie was almost revealed when I was suddenly interrupted by someone whom I never knew and yet he saved me. Right after the class I asked him why he did that, to which he answered because it looked like you needed it. He then

introduced himself, saying that he was new at the orphanage. I just walked away soon enough however I started talking more with him, he was a cheery guy who was abandoned by his parents. However, he would light up everyone's day even though his life itself was not good. His name was Dalton, soon I developed a deep platonic friendship with him. It felt like he was the only person I could be natural around, someone I could express my feelings with someone with whom I could be myself, maybe he was the healer in my life who knows but one thing is for sure that is he was the reason I continued living and found some solace in life. Soon my acting dream started becoming a reality and our team once got an audition for a minor role in a film. However, before the audition I falsely accused one of the contestants to make sure she loses. My accusations however got them fully blacklisted from acting. I know it was horrible, but I wanted something for my own for once. Dalton however came to know and threatened me that he would complain, I asked him why and he said that what I did was unfair, I then replied that if

I got caught, I would go to prison. He didn't seem to care, soon we started to fight, and I pushed him hard causing him to fall of the stairs and hitting his head hard. I ran over to him, but he just told me to write a suicide note and pretend it was a suicide, I asked him why and he answered that you have gone through enough in your life and so do what you love to do. He then said to never ruin someone else's life. I was crying and then I realized that he was dead, I killed him. I was devastated yet I did what he said. Nothing happened to me, that minor role I did became my breakthrough, and I became a huge star. Back to present I could feel my eyes getting teary, when the reporters asked me again, I said that I am horrible, the interview ended. I made my way to the car thinking about my biggest secret that I killed someone who was dearest to me as I sat in the car crying. I said to myself that a lie started my career but wherever you are I hope you're happy.



## Morning

*-Anoushka Sarkar*

Morning is wake time  
Morning is sleep time  
Some animals are awake  
Like eagles soaring high above  
Some can be asleep like bats.  
But there is one special animal  
Who is always awake in the morning?  
That is ME!



*Tanishka Roy-12yrs*



# মি: মিটার

## -অভিক চক্রবর্তী

গত গ্রীষ্মে সপরিবারে ইটালী বেড়াতে গেছিলাম। উত্তর এবং মধ্য ইটালীর বিভিন্ন যায়গা ঘুরে, চর্ব্যা, চোস্যা, লেহ্য, পেয় আত্মীকরণ করে, এসে পৌঁছলাম দক্ষিণ ইটালী র অ্যামালফি কোর্স্টে। যে শহরে, শহর না বলে গ্রাম বলাই ভাল, হোটেলে উঠলাম তার নাম ফুওররে।

'ছবির মত' বোললে কিছুই বলা হয় না। এরকম যায়গা আগে দেখিনি। অলিভ গাছে ছাওয়া সবুজ পাহাড়ের গায়ে রঙের মত কয়েকটা ঘরবাড়ী আর কয়েকটা হোটেল। পা হাড় নেমে গেছে নীল সমুদ্রে। তিরেনিয়ান সি!! পাহাড় থেকে পড়ব, না আবার প্রেমে পড়ব সেটাই ঠাহর করতে পারছি না। যাগগে, অ্যামালফির কথা লিখতে বসিনি। সে গল্প আর একদিন হবে।

পরের দিন সকালে আমরা রেডি হয়ে নিচে গেছি বেরোবো বোলে। এখানে একটা কথা বোলে রাখা ভাল, আমি ড্রাইভ কর তে খুব ভালবাসি। আমার একটা প্যাশন, পৃথিবীর যেখানেই যাই, আমি গাড়ী ভাড়া করে ড্রাইভ করি। আমার নিজের গাড়ী চালানোর স্কিল নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অহংবোধ ও আছে। এখানে যথা রীতি একটা বেশ পাওয়ারফুল গাড়ী ভাড়া করেছি। কিন্তু হোটেলে ভ্যালো পার্কিং। তাই নিচে এসে ভ্যালেকে বলতে হলো আমার গাড়ীটা নিয়ে আসতে পার্কিং থেকে। বকবকে চেহারার ইটালীয়ান

ভ্যালো। আমার আবার ইটালীয়ান দেখলেই ফুটবলার দের কথা মনে পড়ে। এই ছেলেটিকে অনেকটা জিউসেপ্পে সিগনোরির মত

দেখতে। বলল পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ী এসে যাবে। আমরা ওয়েট করছি। ইতিমধ্যে আমার খুব তেপ্তা পেয়ে গেল। রিসেপশানে এক তন্বী তরুণী, চোখে চপলতা। তাকে গিয়ে জানতে চাইলাম জল কোথায় পাব। সে একটা লাস্যময়ী হাসি ডান দিকে ঈশারা করে ভাঙা ভাঙা ইংরাজি তে বোললো, "জিম এ চলে যান, ওখানে পানীয় জলের ফাউন্টেন আছে"। অগত্যা ব্যায়ামাগারের দিকে হাটা দিলাম। হোটেলের ছোট্ট জিম। ভিতরে গিয়ে দেখি ফাউন্টেন এবং পাশে প্লাস্টিকের গ্লাস রাখা। জল ঢেলে খেতে গিয়ে চোখ পড়ল জিম এর ভিতরে। একজন পুরুষ, না না, সুপুরুষ জিম করছেন। মুগুর, থুড়ি ডাশেল ভাঁজছেন। বসে আছেন বলে উচ্চতা অনুমান করা কঠিন। বয়স ত্রিশ এর একটু উপরেই হবে। শরীরের প্রত্যেকটা পেশী বিদ্যমান। গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামী আর চকচকে। একেই বোধহয় বলে অলিভ স্কিন। চোখের রঙ গাঢ় নীল, অনেকটা ওই তিরেনিয়ান সমুদ্রের মত। চোখ দুটো আয়ত, বড়ো বড়ো কিন্তু যাকে বলে পিয়ার্সিং! মনের গভীর পর্যন্ত দেখে নেয়। চুল মসৃণ, ঘন কালো, একদিকে টেনে আঁচড়ানো। আমি জল খাওয়া ভুলে হাঁ করে এই গ্রীক দেবতা কে দেখছি। তারপরেই হঠাৎ ঈশ হল, আরে এইভাবে দেখছি দেখলে তো গে ভাববে। বেরিয়ে লবিতে চলে এলাম। তারপর, গাড়ী নিয়ে সারাদিন ঘুরে, সোরেন্টো, পোসিটানো

করে হোটেলে ফিরেছি। চান করে, সপরিবারে নৈশাহার করতে এসেছি হোটেলের ডাইনিং রুমে। অ্যামালফির মাছ আর সামুদ্রিক খাবার পৃথিবী বিখ্যাত। আমাদের পুরো পরিবার আবার জলের কাছাকাছি। মানে জলের জীব হলেই হলো। মা আমাকে বলতো ভোঁদডের বংশের

ছেলে। মেনুকার্ড দেখে যা চোখে পড়েছে অর্ডার দিয়ে সবে একটু থিতু হয়েছি। আশেপাশে দেখতে গিয়ে দেখি পাশের টেবিলে বসে সুপ আর গ্রিন্ড চিকেন সহযোগে ডিনার করছেন অলিভ স্কিন, নীল চোখ। আমি কোনরকমে আর একবার হাঁ করে তাকিয়ে থাকার লোভ সংবরণ করে, সামুদ্রিক প্রাণীনিধনে মনসংযোগ করলাম।

চেটেপুটে খেয়ে সার্ভারের কাছে বিল চাইলাম। সার্ভার বিল দেওয়ার পরে ক্রেডিট কার্ড টা বিলের উপরে রেখে উঠে গেছি ওয়াশরুমে হাত ধুতে। দেখি পাশের বেসিনে নীল চোখ হাত ধুচ্ছেন। এখন দেখে বুঝলাম উচ্চতা ছয়ের উত্তরে। যথাসম্ভব দৃষ্টিএড়িয়ে, হাত ধুয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছি, হঠাৎ পাশ থেকে শুনি বরবারে বাংলায় "আরে! একি আপনাদের মার্কিন মুলুক নাকি? এখানে পেপার টাওয়েল নেই, ওই সার্বজনীন তোয়ালেই

ভরসা। তবে এরা ঘন্টায় ঘন্টায় তোয়ালে পাল্টে দেয়"!! আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারলাম না কি হোলো। ভুল শুন লাম? পাশে তাকিয়ে দেখি নীল চোখে যাকে বলে নটি স্মাইল!! আমি আমতা আমতা করে বোললাম

"আপনি, মানে.....", নীল চোখ ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে তাকিয়ে একপেশে হেসে বোললেন, "বাই দ্য ওয়ে, আপনার ড্রাইভিং স্কিল কমেন্ডেব-ল, কমপেয়ার্ড টু এভারেজ আমেরিকানস"। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমি নীল আর্মস্ট্রং, চাঁদে দাঁড়িয়ে আছি। ধুমকি কাটতে দেখি নীলচোখ লবির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যুৎ গতিতে পিছু নিলাম। ড্রাইভিং রহস্যের সমাধান করতেই হবে। বাইরে গিয়ে দেখি স্মোকিং জোনে দাঁড়িয়ে নীল চোখ, হাতে একটা কালাবাশ পাইপ। আমি ইহজন্মে চাম্ফুচ কাউকে পাইপ টানতে দেখিনি, কালাবাশ তো দুরের কথা।

বুক ঠুকে সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। নীল চোখ একটা লম্বাটে জিপ্সো লাইটার দিয়ে পাইপ টা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিলেন। সবেকিছু বলতে যাবো, নীল চোখ বলে উঠলেন, "ভাবছেন তো, যে কথাগুলো বোললাম কি করে?"

আমি হতভম্ব!!

"এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার মিস্টার চক্রবর্তী"।

আমার হাঁ মুখে বোধ হয় একটা গোটা সি বাস্ চুকে যাবে, এ মক্কেল আমার পদবী জানলো কোথেকে????

"ডিনার টেবিলে

আপনার কাঁটা চিবিয়ে মাছ খাওয়া দেখলাম", পাইপে টান দিয়ে অলিভ স্কিন বলে চললেন, "দেখে মনে হলো

একটু বাঙালীয়ানা আছে, শুনলাম আপনার স্ত্রীর সাথে বাংলায় কথা বললেন। এদিকে আপনার ছেলের ইংরাজী উচ্চারণে কেমন একটা বস্টোন বস্টোন গন্ধ। মনে হল আপনি মার্কিন মুলুক নিবাসী বঙ্গসন্তান” ।  
আমি চুপ, কিন্তু মুখের হাঁটা বড়ো হচ্ছে।  
“তারপর সার্ভার আপনাকে বিল দিল টেবিলে, আপন ক্রেডিট কার্ড রাখলেন বিলের উপরে। পাশ দিয়ে ওয়াশরুমে যাওয়ার সময়ে দেখলাম ক্রেডিট কার্ড এ নাম লেখা ‘... চক্রবর্তী’, বাকিটা.....” । আমি ততক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছি। বোললাম “সে তো হলো, আপনার অবসার্ভেশন সাংঘাতিক। কালটিভেট করার মত। কিন্তু ড্রাইভিং এর ব্যাপারটা??”  
“খুব সহজ, আপনাকে হোটেল এ এসে ভ্যালু কে গাড়ী হ্যান্ড ওভার করতে দেখলাম, মানে নিজেই চালিয়ে এলেন, দেখলাম আপনার বাঁ হাত টা ডান হাতের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী সানবার্নড, রোদে পোড়া। এখানে একটু অনুমানের খেলাছিল। কেন আপনার বাঁ হাত ডান হাতের চেয়ে বেশী সান এক্সপোজড? একটা কারণ হতে পারে, আপনি এক হাতে গাড়ীর হুইল ধরেন। ডান হাত টা পাশে থাকে বলে, সূর্যদর্শন করে না। অ্যামালফি কোস্টের মতো সরু, মিয়ান্ডারিং বিপজ্জনক রাস্তায় যে একহাতে গাড়ী চালাতে পারে, তার ড্রাইভিং স্কিল প্রশংসনীয়” ।  
আমি লজ্জার মাথা খেয়ে বোললাম,  
“সব তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার এই গ্রীক চেহারা আর নীল চোখে বাংলা?? আপনি কোনদেশের লোক?  
আর একবার একপেশে হাসলেন নীল চোখ,  
“ আমি থাকি লন্ডনে, বর্ণ এন্ড রেইসড। পেশায় রসায়নবিদ, যাকে বলে কেমিস্ট।  
কেমব্রিজ থেকে পড়াশুনো শেষ করে লন্ডনে একটা ল্যাব এ রিসার্চ করি। এখানে ছুটি কাটাচ্ছি”। “কিন্তু বাংলা!!”

এবারে আর একপেশে নয়, অউহাস্য করে বললেন,  
“তা বটে, চেহরায় আমি বাংলায় কল্কে পাব না। যদিও আমার বাবা বাঙালী। কলকাতার বালীগঞ্জে বাড়ী। নাম তাপস মিত্র। অঙ্কের ছাত্র। কলকাতা য়ুনিভার্সিটি তে পড়া শেষ করে আসেন  
য়ুনিভার্সিটি অফ ইয়র্কে ডক্টরেট করতে। পড়াশুনো শেষ করে লন্ডনে একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন, এখন রিটায়ার্ড। য়ুনিভার্সিটিতে থাকতেই বাবার সাথে আলাপ আমার মায়ের, নাম মেরী মরিয়ানী। সেই অঙ্কের ছাত্রী। ইংল্যান্ডের এক অত্যন্ত  
বনেদী ঘরের মেয়ে, কিন্তু ঘোর লেফ্টিস্ট। বিয়ের পরে জেদ করে বাবার কাছে বাংলা শেখা। বাবা আর মেমসাহেব মায়ের কল্যাণে  
আমি বাংলাটা মাতৃভাষার মতই শিখেছি। প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয় উপন্যাস ‘বনহি পতঙ্গ’, মৃদু হেসে নিজের নীল চোখের দিকে ঈঙ্গিত করে বললেন,  
“কানেক্সনটা দেখতেই পাচ্ছেন” ।  
আমার অবস্থা তখন কিংকর্তব্যবিমুঢ়।  
কোনরকমে আমতা আমতা করে বোললাম,  
“ইয়ে মানে, আপনার নাম টা??”  
পাইপে লম্বা একটা টান দিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, একপেশে হেসে নীল চোখ বললেন, আমার নাম শার্লক, শার্লক মিত্র।  
যদিও লন্ডনে সবাই আমাকে ডাকে মিঃ মিটার বলে।।

*(অলংকরণ এর অনুপ্রেরণা সত্যজিৎ রায়। চরিত্রের অনুপ্রেরণা সত্যজিৎ রায় এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েল।)*





Agomoni sincerely thanks **Donors** and **Sponsors** for their generous contribution and support!

A1 Fashions  
Admission Planner  
Amara Collections  
Ananya Sarkar  
Anjani  
Bhinno Swad  
Biryani Bowl  
Bizlink  
Burgerim  
Chaat Bhawan  
Desh Exclusives USA  
Dhaaga Magic of Threads LLC  
DPP Infotech  
Enriched Kids  
First Republic Bank  
Fresh Carton  
Gill Financial & Insurance Services  
Goynar Baksho  
Handloom House  
ICICI Bank  
Indrajit Upadhyay  
Ipshita Sarees

Kamal Spices  
Maurya Fashions  
New York Life Insurance  
Nirmalaya Modak  
Nirvana Ice Cream  
Nupur Dance Academy  
OTSi  
Parovarya  
PNG Jewellers  
Radiance Boutique  
Ranjit Chakraborty  
Realty One Group American  
Rita (Mehendi)  
SBMC/Gteam (Ash Golani)  
Sikha Chatterjee  
Silk Star  
Suman Bhattacharya  
Tulip Sarees  
UCEazy  
V Selections  
Will Dolrich  
Zeevah Collections

Thank  
you!!

## ***A Huge round of applause to our dedicated Agomoni team members!***

**President:** Partha Mitra

**Vice President:** Pathikrit Dutta

**Secretary:** Annapurna Mittal

**Treasurer:** Sourav Saha

**Board Members at Large:** Rajib Bhakat, Saumitra Chattopadhyay

### **Puja**

#### ***Mumu Pain***

Anindita Chakraborty  
Anindita Mitra  
Baishakhi Bhattacharjee  
Debarati Talapatra  
Gopa Banerjee  
Jaya Mitra  
Lopa Dutta  
Madhumita Chowdhury  
Rajib Bhakat  
Rupa Das  
Sanjoy Bhattacharjee  
Saswati Dutta  
Sauravi Mazumder  
Shankar Roy

### **Decoration**

#### ***Manoj Chavan***

Ambarish Bagchi  
Amit Saha  
Arindam Maitra  
Arup Dutta  
Atanu Ghosh  
Debasish Chakraborty  
Partha Mitra  
Rajib Mitra  
Sankar Chanda  
Soumitra Sarkar  
Suman Pain  
Upal Mandal

### **IT**

#### ***Suchisubhra Sinha***

Arindam Mukherjee  
Bijoy Sarkar  
Shankar Chanda

### **Membership**

#### ***Anupam Talapatra***

Amrita Bagchi  
Ananya Sarkar  
Anindita Mitra  
Arundhati Banerjee  
Bidisha Guha Chowdhury  
Krittika Kunda  
Rupa Das  
Sampali Pramanik  
Ayush Talapatra (Youth)  
Swarnav Sarkar (Youth)

### **PR and Media**

#### ***Sauravi Mazumder***

Arundhati Banerjee  
Debarati Talapatra  
Lopa Dutta  
Pathikrit Dutta  
Sohini Chaudhuri  
Tania Bhattacharya  
Ahana Mukherjee (Youth)  
Srishti Mazumder (Youth)

### **CPA**

#### ***Kaberi Goswami***

Annapurna Mittal  
Meeta Roy  
Pragatri Bose  
Pranti Das  
Rupa Das  
Saswati Maitra  
Shouvik Ray  
Shrabana Ghosh  
Shubhra Chakraborty  
Shudipto Saha  
Sohini Chaudhuri  
Soma Das  
Soumitra Sarkar  
Sourav Saha  
Sutapa Chakraborty

### **Cultural**

#### ***Sushanta Chakraborty***

Abhishek Mukherjee  
Abhisikta Sen  
Arindam Chakrabarti  
Baishakhi Bhattacharjee  
Manas Goswami  
Manasi Bhattacharya  
Meeta Roy  
Moulina Mukherjee Chakraborty  
Pallab Sen  
Pragya Dasgupta  
Sahana Banerjee  
Satarupa Chakravarty  
Saumitra Chattopadhyay  
Shouvik Ray  
Shrabanti Paul  
Shuvra Ray

### **Facilities**

#### ***Ambarish Bagchi***

Abhishek Mukherjee  
Arijit Pramanik  
Bijoy Sarkar  
Biswarup Banerjee  
Kinnar Sen  
Manas Goswami  
Manoj Chavan  
Mausumi Biswas  
Pallab Sen  
Partha Mitra  
Pathikrit Dutta  
Sankar Chanda  
Saumitra Sarkar  
Sobhan Das  
Somashish Roy  
Sudeep Banerjee  
Suman Pain  
Ujjal Banerjee

### **Fund Raising**

#### ***Debasish Chakraborty***

Anindita Mitra  
Arindam Chakrabarti  
Arindam Moitra  
Arindam Mukherjee  
Bijoy Sarkar  
Biswarup Banerjee  
Partha Mitra  
Shan Choudhury  
Sourav Saha  
Suman Pain  
Sushanta Chakraborty  
Tania Bhattacharya

### **Food**

#### ***Sobhan Das***

Ambarish Bagchi  
Arijit Biswas  
Arindam Mukherjee  
Avishek Ghosh  
Chowdhury  
Bijoy Sarkar  
Dipak Maitra  
Kaberi Goswami  
Mausumi Biswas  
Partha Mitra  
Rajib Bhakat  
Saswati Dutta  
Somashish Roy  
Sourabh Bhattacharya  
Subhasis Banerjee  
Sudeep Banerjee  
Suman Pain



OTSI is specialized in Managed Services, Consulting and Professional Services. Helping Clients businesses thrive by providing the best IT Services through cost effective models.

## OUR CAPABILITIES

DIGITAL  
TRANSFORMATION



CLOUD



BIG DATA &  
ANALYTICS



MICROSOFT



IOT &  
MOBILITY



QA &  
AUTOMATION



DEVOPS



ENTERPRISE  
DWH

## WHY OTSI

**1800+**

Consultants working  
for fortune 1000  
clients

**88+**

Global Clients

**45+**

OTSI IPs / Solutions

**15+**

Partnership  
eco-system

# BURGERIM DANVILLE

1 1000 CROW CANYON RD, SUITE G, DANVILLE, CA, 94506

PHONE: 925-718-5353



## HOME OF THE



## DESI BURGERS, BOWLS & WRAPS



MILK SHAKES, FRIES, ONION RINGS, CHICKEN WINGS.....

WE CATER... CONTACT US !!!!

